৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

কলকাতা ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ১ পৌষ – ৭ পৌষ, ১৪২৯ ঃ ১৭ ডিসেম্বর – ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 9, 17 December - 23 December, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রাইভেট মেম্বার বিল হিসাবে রাজ্যসভায় পেশ

হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল। পেশ করলেন বিজেপি সদস্য কিরোড়িলাল মীনা। আপত্তি জানিয়েছে বিরোধীরা। ইতিমধ্যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এই বিধি চলুর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

রবিবার : বোম্বে হাই কোর্টে মহারাষ্ট্র সরকার জানালো এবার

থেকে ওই রাজ্যের পুলিশ কনস্টেবল পদে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিরাও আবেদন করতে পারবেন। তাদের শারীরিক পরীক্ষার তৈরী হবে শীঘ্রই।

সোমবার : দুএকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বিঘ্নে অনিষ্ঠিত হল

প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা। দীর্ঘকাল বাদে শিক্ষা দুর্নীতির হট্টগোলের মাঝে এই পরীক্ষা ছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে একটা চালেঞ্জ। রাস্তায় বসে থাকা চাকরিপ্রার্থীরা বলছেন টেট দিয়ে কি লাভ। মেধাদের চাকরি কোথায়।

মঙ্গলবার : বগটুই কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত হিসাবে ধৃত লালন শেখের

অস্বাভাবিক মৃত্যু হল সিবিআই হেফাজতে। শৌচাগারে গলায় গামছা বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে দেখা গেছে লালনকে। সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

বুধবার : বন্ধ হয়ে যাওয়া হিন্দমোটর কারখানার পড়ে

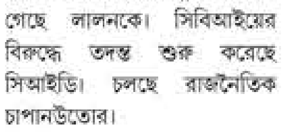

থাকা ৩৯৫ একর জমি ফিরিয়ে নিল রাজ্য সরকার। এই জমিকে অন্যভাবে কাজে লাগাবার প্রস্তাব রয়েছে সরকারের।

বৃহস্পতিবার : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ সংক্রান্ত

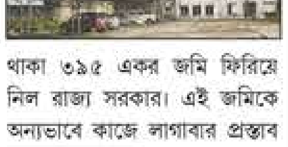

মামলা শুনলোই না সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। কারণ অতি উৎসাহী কিছু সরকারি কর্মীদের ট্যুইট। দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা যেতেই আশা জাগে কর্মচারী মহলে। ফলে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলে অব্যাহতি নিলেন বিচারপতি দত্ত।

শুক্রবার : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের

করা জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ২৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা হাই কোর্ট।

সবজান্তা খবরওয়ালা

খুলে গেল বঞ্চনার বর্মীবাক্স

আদিবাসীরা অবহিলিত

সুভাষ চন্দ্র দাশ

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক। ব্লকেরই অধিনস্থ ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলতলি গ্রাম।গ্রামেই বসবাস করেন প্রায় ৪০-৫০ টি তপশিলি উপজাতি পরিবারের মানুষজন।নুন আন্তে পান্তা ফুরানো তপশিলি উপজাতি পরিবারের সদস্যারা নদীতে মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। অনেকেই আবার হাঁড়িয়ার ব্যবসা এবং দীনমজুরের কাজ করেন। রুটিরুজির টানে অনেক পরিবারের সদস্যারা মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক,আন্দামান, মুম্বাই, বিহারের মতো ভিনরাজ্যে কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য।বিগত প্রায় বছর ত্রিশ আগে এই গ্রামেই কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। তৎকালীন সময়ে অত্যন্ত অসহায় পরিবার গুলোকে সুস্থ ভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কুড়ি

বাসন্তী

পয়সার আকৃতির ঘর তৈরী করে দেয়। পরিস্থিতির সাথে সাথে সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন হলেও পরিবর্তনের ছিটেফোঁটা পড়েনি সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের কুলতলি গ্রামের আদিবাসী মানুষদের। বিমল, নির্মল, মেনকা, নেপাল, সুমিত্রা, প্রদীপ, গীতা, মমতা সরদারের দাবী বিগত প্রায় ত্রিশ বছরের অধিক সময় তারা সরকারী পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাষ জানতে পারলে স্কুল,কলেজ কিংবা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ছাদের তলায় আশ্রয় নিতে হয় তাদের। এমন কি জাতিগত শংসাপত্র পেতে গেলেও হয়রানীর শিকার হতে হয় বছরের পর বছর। তাদের দাবী যেকোন নির্বাচনের সময় এই পাড়াতেই রাজনৈতিক দাদা-দিদিদের আনাগোনা বাড়ে। যেন ডুমুরের ফুল। নির্বাচন মিটে গেলেই কেউ কোন খোঁজখবর রাখে না। কুলতলির এই সমস্ত আদিবাসী পরিবার গুলো চায় সামান্য একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই। বর্তমানে আবাস যোজনায় উপভোক্তাদের জন্য বাড়িতে বাড়িতে সরকারী লোকজন সার্ভে করছেন। কুলতলির মানুষজন চাতকের মতো অপেক্ষা করে তাকিয়ে,যদি এবার তাদের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে! না হলে হয়তো আবারও সেই তিমীরেই থেকে যেতে হবে।আদিবাসীদের খোঁজ রাখবে না কেউই। এরপর নির্বাচনের সময় ফের আদিবাসীদের খোঁজখবর নেওয়া শুরু হবে।যেমনটি অনন্তকাল ধরে।

ঘর না পেয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর না পেয়ে বিডিও অফিস ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন উপভোক্তারা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে বাসন্তী ব্লকের বিডিও অফিসে। এদিন ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় কয়েকশো মহিলা বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাসন্তী থানার পুলিশ।

কুলতলি

উপভোক্তা পরিবার গুলোর দাবী দীর্ঘদিন ধরেই তারা সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।অথচ তারা সরকারী প্রকল্পের সুযোগ পাওয়ার উপযুক্ত পরিবার তারা।সেক্ষেত্রে এলাকার প্রভাবশালী,ধনী বিত্তবানদের কে বারে বারে সরকারী প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে।অথচ যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। খোলা আকাশের নীচে কিংবা খড়ের ছাউনি ঘরে থাকতে হয়। তাদের কে সরকারের দেওয়া বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন যারা ঘর পাওয়ার উপযুক্ত তারা অবশ্যই আবাস যোজনার ঘর পাবেন। যাদের পাকাবাড়ি রয়েছে এবং বিত্তবান তাদেরকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। আবার বেশকিছু উপভোক্তা আবাস যোজনা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য তেমন কিছু নাম তালিকাভুক্ত হয়নি। এরপর পাঁচের পাতায়

গাইঘাটার আদিবাসী পাড়ায় উন্নয়ন আজও অধরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। বামফ্রন্টের চৌত্রিশ বছরে ৬টা পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরও দুটি পঞ্চায়েত নির্বাচনও শেষ। পরিবর্তনের সরকারের তৃতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক লগ্নে দাঁড়িয়ে রাজ্য। এ সত্বেও উত্তর চব্বিশ পরগনার গাইঘাটা বিধানসভার অন্তর্গত সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পূর্ব বারাসতের আদিবাসী এলাকায় উন্নয়ন আজও অধরা। গাইঘাটার কথা বলতে গেলেই উঠে আসে প্রতিবাদী বরুণ বিশ্বাসের নাম। বাম আমলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হতে হয় তাঁকে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে দুর্নীতি একপ্রকার তুঙ্গে। দোতলা বাড়ির মালিকের নামও উঠছে আবাসন প্রাপ্তির তালিকায়। কিন্তু এই আদিবাসী পাড়া আজও আবাস যোজনার প্রাপ্তি তালিকা থেকে বঞ্চিত। শুধু তাই নয়, জল, বিদ্যুৎ, নিকাশি ব্যবস্থারও যথেষ্ট অভাব। জনৈক বাসিন্দা শিবু সর্দার বলেন, 'ভোটের আগে রাজনৈতিক নেতারা আসেন। প্রত্যেকবার তাদেরকে অভিযোগ জানাই। তখন প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, পঞ্চায়েতে এলে সব ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু এভাবে বাম আমল থেকে আজ তৃণমূলের আমল পর্যন্ত কেউ কোনও প্রতিশ্রুতি রাখে নি। আমাদের বাড়ির বাচ্চারা তাঁবুর ঘরে পড়ে আছে, অনেক সময় তাঁবুও বিক্রি করে দেয়।' আর এক বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা সর্দারের অভিযোগ, 'পঞ্চায়েতে চিঠি দিয়েছি। পঞ্চায়েত থেকে বলা হয়েছে, ভোট আসছে ভোটের পরে এবারে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু ওদের প্রতিশ্রুতির উপর এখন আর কোনও ভরসা হয় না।' ২০২০ সালের মে মাসে ভয়ঙ্কর আমফান কেড়ে নিয়েছিল অনেকের ঘরবাড়ি। সেই ঝড়ে সব হারানো কৃষ্ণ সর্দার বলেন, 'ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারি

তালিকায় তিন বার নাম উঠেছিল। কিন্তু আজও ঘর পাইনি। আমাদের এখানে ভোট এলেই ঘর আসে। ঘরের টোপ দিয়ে ভোট করিয়ে নেয় নেতারা। তারপর ভোট মিটে গেলেই ঘরও হারিয়ে যায়। আর কারও দেখা পাওয়া যায়না। কিছু মানুষ হয়তো পেয়ে থাকবে। তবে আমরা পাইনি কিছুই।'

স্থানীয় শিক্ষিকা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী কল্পনা পাল বলেন, 'এখানে মোট ১০৭ঘর অদিবাসী সম্প্রদায় আছে। মূলতঃ এরা সবাই তফসিলি সম্প্রদায়। এই ১০৭সাত ঘরের মোট জন সংখ্যা ৫০২ জন। ২০০৭ সালের আগে এদের পরিবারের মেয়েরা স্কুলে যেতনা। ২০০৭ সালে এখানকার প্রাইমারি স্কুলে প্রদীপ দাস নামে এক শিক্ষক যোগ দিয়ে এলাকার মানুষকে বুঝিয়ে একদিনে ৬০ জন ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করেন সেই শুরু। এখানকার অধিকাংশ বাড়ির মহিলারা ভিক্ষা করেন। কেউ কেউ অন্যের বাড়িতে ঠিকে কাজ করেন। পুরুষরা সেভাবে কোনও কাজ করেন না। তারা সকাল বেলা বিভিন্ন জঙ্গলে শিয়াল, বনবিড়াল ইত্যাদি শিকার করে বেড়ান। অল্প সংখ্যক মানুষ আছেন, তারা চাষবাস করেন। এছাড়া এদের আর একটা রোজগারের বহু পরিচিত মাধ্যম আছে তা হল গাড়িতে হাপু খেলা দেখানো। এদের মধ্যে মাত্র ৬ জন সরকারি কাজে যুক্ত। দুজন পুলিশে চাকরি করেন, আর চারজন শিক্ষকতা করেন। তাঁবুর নীচে বাস করে আট ঘর। বানেশ সর্দার, কৃষ্ণ সর্দার, আদেশ সর্দার, অন্যায় সর্দার, বড় সর্দার, গৌতম সর্দার। এদের নিজস্ব ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই। এখানকার অনেকেই সরকারি সহযোগিতা পান না। অনেকের রেশন কার্ড পর্যন্ত নেই। এখানে হাসিরাশি দেবী স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখানেই পড়ে।'

সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বলেন, এই গ্রাম পঞ্চায়েত অনেক বড়। এখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ করে সিংয়ের ডাঙা, পূর্ব বারাসত গ্রামে বাস করেন। একটা সময় ছিল যখন এদের কোনও ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড ইত্যাদি ছিল না। আমরা ক্ষমতায় আসার পর এসব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করছি। এই আদিবাসী পাড়ায় এখন যে সংখ্যক ভোট আছে সেই ব্যবস্থাগুলো আমরাই করেছি। ত্রিপল পঞ্চায়েত থেকে যখন দেওয়া হয়, তখন বিডিও থেকেও দেয়।' এ প্রসঙ্গে গাইঘাটা বিধানসভার বিধায়ক বিজেপির সুব্রত ঠাকুর বলেন, 'বিষয়টা সবটাই আমি জানি। আমফানের সময় আমি ওখানে ত্রিপলের ব্যবস্থা করি। ত্রাণ দিতে আসি। রাজ্যে তৃণমূলের সরকার। সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের। বামফ্রন্ট আমলের চৌত্রিশ বছরেও ওই গ্রামে কোনও উন্নয়ন হয়নি। এখনও সেই একই অবস্থা। রাজ্যে সরকারের বদল হলেও এই গ্রামের পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি, তবু আমি চেষ্টা করছি বিধায়ক তহবিল থেকে যতটা সম্ভব এদের উন্নয়ন ঘটানোর।'

প্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ

অভীক মিত্র

বীরভূমের কীর্ণাহারের মাস্টারপাড়ার বাসিন্দাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে আবাস যোজনা প্রকল্পের আবেদন করেছি তা সত্বেও মিলছে না আবাস যোজনার ঘর। অথচ যারা ঘর পাওয়ার যোগ্য নয় তারা একের পর এক দুটো তিনটে করে ঘরের টাকা পেয়ে যাচ্ছে।

কীর্ণাহার

এমনই অভিযোগে ৮ ডিসেম্বর প্রধানকে ঘিরে চলে বিক্ষোভ। কীর্ণাহার এক নং গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান শিবরাম চ্যাটার্জি বলেন, দু চারজন হয়তো কোন কারণবশত ঘর পায়নি। বাদবাকি কিছু মানুষ যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই সমস্ত মানুষগুলোকে উস্কানি দিয়ে একটা পরিকল্পনা মাফিক গন্ডগোলের চেষ্টা করছে। সাবমারসিবলের একটা স্ল্যাব তৈরি করার দাবীকে অন্যভাবে ডাইভার্ট করে ক্ষোভ তৈরি করার চেষ্টা চলছে।

ভুয়ো নাম বাতিল করলেন জেলাশাসক

সুব্রত মন্ডল

সোনারপুর

সোনারপুর ব্লকে আবাস যোজনার সমীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে তালিকা পরীক্ষার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা নিজে এসে পরিদর্শন করেন। তিনি সোনারপুর ব্লকের খেয়াদহ এক নম্বর পঞ্চায়েত ও কামরাবাদ পঞ্চায়েত এলাকায় যান। ২১টি বাড়ি পরিদর্শন করার পর সেই তালিকা থেকে সাতজনের আবেদন পরীক্ষা করে বাড়ির অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি খারিজ করে দেন। আবাস যোজনায় একুশটি বাড়ি পরিদর্শনে গিয়ে কথা বলেন তালিকায় নাম থাকা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে। পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন তালিকায় নাম থাকা বেশ কয়েকজনের পাকা বাড়ি রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নাম তালিকা থেকে বাতিল করে দিয়েছেন তিনি। জেলাশাসকের সঙ্গে ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মিস পুষ্পাসহ প্রশাসনের একাধিক কর্তা ব্যক্তিরা।

প্রতিবাদে পঞ্চায়েতে তালা

বাগদা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বাগদায় বুধবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর প্রদানে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির প্রতিবাদে স্থানীয় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা প্রথমে বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েত ঘেরাও করে। পরে ক্ষুব্ধ জনতা পঞ্চায়েত অফিসে তালা দিয়ে দেয়। এদিনই বিকেলে বিজেপির পক্ষ থেকে আবাস যোজনার দুর্নীতির প্রতিবাদে একটি মিছিল এবং পথসভা হয়। এই পথসভায় পঞ্চায়েত অফিসে তালা দেবার দায় নেয় বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিজেপির পক্ষ থেকে বিডিও অফিসে প্রতিবাদ জানাতে গেলে দেখা যায় বিডিও অফিসের মেন গেটে তালা ঝুলছে।

সাগরমেলায় এবার বাংলার মন্দিরে 'লটস্ অফ গডস্'

কুনাল মালিক ও অরিজিৎ মণ্ডল

হাতেগোনা আর কয়েক দিনের পরই শুরু হবে গঙ্গাসাগর মেলা। আর তার আগেই গত ১৫ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগর মেলার কাজ কতটা এগিয়েছে তা খতিয়ে দেখলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, কিছুদিন আগেই গঙ্গাসাগর সি- বিচ এলাকায় পূর্ণিমার ভরা কোটালে ভেঙে গিয়েছিল বাঁধের একাংশ। সেই কাজও ঘুরে দেখেন তিনি। এক নম্বর গেট থেকে পাঁচ নাম্বার গেটের যে ঘাট তৈরি হয় গঙ্গাসাগর মেলার সময় সেখানেই কাজ কতদূর এগিয়েছে তা খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর পুণ্যার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে। সেই কারণেই পুণ্যার্থীদের থাকার ঘর অন্যান্য বছরের তুলনায় অধিক সংখ্যায় রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি যাতে জোয়ারের জল না ঢুকে আসে সেই বিষয়ে ঘুরে দেখেন তিনি এবং সহ একাধিক দপ্তরের সাথে যাতে পানীয় জলের কোন ধরনের সমস্যা না হয় সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে আলোর রোশনাইতে সেজে ওঠে গোটা গঙ্গাসাগর যেন মনে হয় এক টুকরো বিশ্ব নেমে এসেছে। গঙ্গাসাগরে তাই বিদ্যুৎ পরিষেবার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে। গত বছরই গঙ্গাসাগরে মিউজিয়াম থেকে শুরু করে একাধিক পৌরাণিক কাহিনী

তুলে ধরা হয়েছিল। এই গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে এ বছর সেই মিউজিয়ামের পাশাপাশি থাকছে 'লটস অফ গড'।

তবে কি এই 'লটস অফ গড'? লটস অফ গড হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত পৌরাণিক মন্দির বা পৌরাণিক দেবদেবীরা রয়েছেন তাদের পৌরাণিক কাহিনী এবারে তুলে ধরা হবে গঙ্গাসাগরে। এবছর গঙ্গাসাগরে নতুন এই লটস অফ গড।

পাশাপাশি যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে একাধিক যেমন ভেসেল পরিষেবার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে ঠিক তেমনি সুন্দরবন পুলিশ জেলার সাথেও ভিড় কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে পুলিশ সেই বিষয়ে বৈঠক হয়।

অন্যান্য বছরগুলোর তুলনায় এ বছর গঙ্গাসাগর অন্য মাত্রা পাবে এমনটাই মনে করছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। আর তাই আগে থেকেই একাধিক প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

সাগরের বিডিও সুদীপ্ত মণ্ডল বলেন, কপিলমুনির মন্দির সংলগ্ন সি বিচে, যেখানে পুণ্যার্থীরা স্নান করেন সেখানে পর পর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক ভাঙন ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল। সেচ দপ্তর এখন কাজ করছে। এরপর তারা জনস্বাস্থ্য দপ্তরকে হস্তান্তর করবে। জনস্বাস্থ্য দপ্তর এইসব জায়গায় জলের পাইপ লাইন সহ নানা কাজ করবে। জেলাশাসক সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন। পি এইচ ই ও ইরিগেশন দপ্তরের উর্ধ্বতন আধিকারিকরাও ছিলেন। সাগর মেলা শুরুর আগে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা বলেন, প্রতি বছরের মতো এবছরও গঙ্গাসাগর মেলা সফল হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসন গুছিয়ে কাজ করছে। লট নম্বর এইটে মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিংএর কাজ চলছে। আশা করা যায় এবছর ফেরি সার্ভিস স্বাভাবিক ছন্দে থাকবে।

প্রশাসনের অনুমান এবছর যেহেতু কোভিডের পরিস্থিতি নেই, তাই পুণ্যার্থীর সংখ্যা বাড়তে পারে। বিশাল সংখ্যক পুণ্যার্থীদের স্নানের সময় যাতে কোনো অঘটন না ঘটে, তার জন্য সিভিল ডিফেন্সের ওয়াটার উইং-এর সংখ্যা বাড়ানো হবে। জল পথে থাকবে কঠোর নজরদারীও। এখন দেখার মেলা শুরুর কত আগে সাগরতট ছন্দে ফেরে।

উত্তরের আঙিনায়

মহাসড়ক নির্মানে প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : খাপ্রাইল থেকে শালুগাড়া পর্যন্ত যে জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ হতে চলেছে, পি ডব্লিউ ডি ইন্সপেকশন বাংলোতে তারই প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো আজ শিলিগুড়ির এস ডিজে এর ভবনে । এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেয়র শ্রী গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ছাড়াও দার্জিলিং জেলা শাসক, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তরের বাস্তুকার ও ভূমি দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। এদিন মেয়র সকলকে জানান এই রাস্তা তৈরী হয়ে গেলে শিলিগুড়ির এবং উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রচুর উপকার হবে। বর্তমানে যানযটের কারণে নাকাল গোটা শিলিগুড়িবাসী। দিনের পর দিন গাড়ি বাড়ছে শহরে। আর বাড়ছে মানুষের দুর্ভোগ। তাই এই মহাসড়ক মানুষের দুর্দশা অনেকটাই মেটাবে বলে মনে করেন মেয়র। তিনি আরো জানান শিলিগুড়ির উন্নয়নের পথে এই সড়ক এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করবে। যেটা মানুষের কাজে আসবে ভবিষ্যতে।

সাপের সাথে ছবি তুলতে গিয়ে আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরা গোসাইপুর থেকে একটি ১২ ফুট অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়। বস্তা বন্দী সাপটিকে বাইরে বের করে ছবি তুলতে গিয়ে আহত হয় এক যুবক। গোসাইপুরের একটি নির্মীয়মান বহুতলের মধ্যে বিশালাকার অজগর সাপ দেখতে পান নিরাপত্তা কর্মীরা। এরপর তারাই খবর দেন বনদপ্তরকে এরই মাঝে পথ চলতি উৎসাহী যুবকরা অজগরটি ছবি তুলতে উৎসাহী হয়। তাদের মধ্যে এক যুবক ছবি তুলতে গিয়ে আহত হয়। আহত যুবককে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বন দপ্তর অজগর সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

দার্জিলিংয়ে শীর্ষ বৈঠক তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেলা অফিসে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান নেতা প্রতুল চক্রবর্তী। এদিন জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ জানান সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর আমাদের সবাইকে এক হয়ে জিততে হবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় মানুষের জন্য কাজ করেন। তার শুরু করা প্রকল্প মানুষের মনকে ছুঁয়ে গেছে। তাই আমাদের এখন একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। আগের দুদুটো পরীক্ষায় পাশ করেছি আমরা। এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের বিরোধীদের দুরমুশ করে জিততে হবে। ডেপুটি মেয়র এবং চেয়ারম্যান জানান আগামী জানুয়ারী মাস থেকে প্রচুর উৎসব আছে আমাদের জন্য। তাই আমাদের একজোট হয়ে যেমন কাজ করতে হবে তেমনি ভোটেও জয়লাভ করতে হবে। আগামী ওয়ার্ড উৎসবে তৃণমূলের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডকেই খেলাধুলার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। তাই প্রত্যেক কাউন্সিলারকেই খেলাধুলার উপরে জোর দিতে আহবান জানান জেলা সভাপতি।

আশাকর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সার্ভের কাজ করতে গিয়ে হুমকির মুখে পড়ছেন আশা কর্মীরা। মঙ্গলবার সেই ক্ষোভে মহকুমাশাসককে স্মারকলিপি দিলেন আশা কর্মীরা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বাঘাযতিন পার্ক একটি বিক্ষোভ মিছিল করে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যরা। মহকুমাশাসকের দপ্তরের সামনে যান সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সদস্যরা। এরপর তারা মহকুমাশাসককে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। তাদের অভিযোগ, সার্ভে করতে গিয়ে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই রীতিমত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হচ্ছে তাদের। দ্রুত এই নির্দেশ বাতিল করার দাবী নিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন তারা।

আইসি ডি এস সংগঠনের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইসি ডি এস সংগঠনের কর্মীদের সাথে বৈঠক দার্জিলিং জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষের।তিনি আজ কর্মীদের সাথে কথা বলে আলোচনা করলেন। তাদের সমস্যার কথা শুনে ভবিষ্যতে তাদের পাশে দাঁড়ানোর কথাও জানালেন। আই সি ডিএস এর কর্মীরাও জেলা সভাপতিকে কাছে পেয়ে তাদের আর্থিক অবস্থার কথা জানালেন। জেলা সভাপতিও মন দিয়ে শুনলেন তাদের কথা। জানালেন তাদের জন্য তিনি কি করতে চান ভবিষ্যতে। সাংবাদিকদের জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ জানালেন ওরা অনেক দিন থেকেই ওদের দাবীদেওয়া নিয়ে চেষ্টা করছে।তাই আজ ওদের সবকিছু মন দিয়ে শুনলাম।ওদের মধ্যে অনেকেই প্রচণ্ডভাবে কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছে।তাই ওদের আজ একটু সঙ্গ দিয়ে ওদের দাবী বুঝতে চেষ্টা করলাম।ওদের দাবীর কথা আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেব।আর ওরাও ওদের লক্ষ্যে সফল হবে আমি আশাবাদী জানালেন জেলা সভাপতি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ ডিসেম্বর– ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি হবার সম্ভাবনা। অর্থহানি বা সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আইনি জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি। সন্তানের পড়াশোনায় ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন।

বৃষ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সঙ্গীত বা নৃত্য বা অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। চাকরী ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি ও ব্যবসায় তুলনামূলক শুভ ফল লাভ। গবেষণার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কাঁচা হলুদ, ৫টি অশ্বত্থ পাতা, হলুদ শস্য, কেশর, সূর্যমুখী ফুল, হলুদ কাপড় ব্রাহ্মণকে দান করুন।

মিথুন রাশি : আয় হলেও ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বাধা। চাকরি ক্ষেত্রে কর্ম নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি হলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয়। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন।

প্রতিকার : তিলের তেল দিয়ে বাড়িতে দীপ জ্বালান।

কর্কট রাশি : সৃষ্টিশীল কর্মে বিশেষ করে কবিতা, গল্প প্রভৃতি লেখার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। শিল্পীদের প্রতিভার বিকাশের আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। বিপরীত লিঙ্গের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টিশীল তা থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা।

প্রতিকার : ছোলা ও গুড়ের প্রসাদ বিতরণ করুন।

সিংহ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আইন, কম্পিউটার, অভিনয়, সঙ্গীত বা নৃত্যাদি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। চাকরি ও ব্যবসায় শুভ ফল লাভ। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। পদোন্নতিতে বিলম্ব, দাম্পত্য সুখ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সাদা গরুকে রুটি খাওয়ান।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব এবং কর্মোন্নতিতে বাধা। কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের কর্মে মনোকষ্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। সরকারী চাকুরির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রশাসনিক দায়িত্ব বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : গৃহদেবতাকে হলুদ রঙের ফুল অর্পণ করুন।

তুলা রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। দূরে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে কোনো পাড়া প্রতিবেশির প্ররোচনায়। কর্মসূত্রে দূরে বদলির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সোনার হার পরুন।

বৃশ্চিক রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের থেকে সুখ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে মান–সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে চাকরি ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : দুপায়ের পাতায় কালো ও সাদা সুতো বাঁধুন।

ধনু রাশি : কর্মক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব হওয়ায় ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাই সতর্কতার প্রয়োজন। ব্যবসার ক্ষেত্রেও মানসিক অস্থিরতায় ভুল পদক্ষেপ নেওয়ার আগে গুরুজনদের আলাপ আলোচনার প্রয়োজন। ভাই বোনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : পায়েস বানিয়ে গুরুজনদের খাওয়ান।

মকর রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। মামলা মোকদ্দমা ও আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মকান্ডে মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি। শিল্পী সত্তার বিকাশের সঙ্গে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : তামার চুড়ি পরুন।

কুম্ভ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে ও চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অন্য মনস্কতার দরুন কোনও দ্রব্য বা অর্থ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা। গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় বাধা।

প্রতিকার : পাখিকে সবুজ লঙ্কা খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অকারণে স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সুষ্ঠু আলোচনার মাধ্যমে সমাধান। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ধর্মে–কর্মে মতি বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে।
ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কাজের খবর

৬০৯২ স্টাফ নার্স

৬,০৯২ জন স্টাফ নার্স, গ্রেড–টু নেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি ডিপ্লোমাধারী পুরুষ প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। প্রাথমিক ভাবে অস্থায়ী নিয়োগ হলেও পরে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা : সাধারণ ১,১৫৮, তফসিলি জাতি ১,০১৩, তফসিলি উপজাতি ২৫৪, ও বি সি–এ ৫২৪, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৭৮। পুরুষ : সাধারণ ১২৯, তফসিলি জাতি ১৬১, তফসিলি উপজাতি ৪২, ও বি সি–এ ৬৭, ও বি সি–বি ১৯, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৭।এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : R/Staff Nurse Grade-II/GNM/46/2022. বেসিক বি এসসি নার্সিং : সাধারণ ৬৭, তফসিলি জাতি ৫৭, তফসিলি উপজাতি ১৬, ও বি সি–এ ২৮, ও বি সি–বি ১১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৪২। শুধু মহিলারা আবেদন করবেন।

পোস্ট বেসিক বি এসসি নার্সিং : সাধারণ ৬৭, তফসিজি জাতি ৫৭, তফসিলি উপজাতি ১৬, ও বি সি–এ ২৮, ও বি সি–বি ১১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২। শুধু মহিলারা আবেদন করবেন।

এই নিয়োগের আডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : R/Staff Nurse Grade–II/Basic & Post Basic B Sc. Nursing/45/2022.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা বা বেসিক বিএসসি (নার্সিং) অথবা পোস্ট বেসিক বিএসসি (নার্সিং) কোর্স পাশ। কোর্সগুলি ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল ও পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। এর পাশাপাশি, ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে ফিমেল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেল)। নার্স মিডওয়াইফারি হিসেবে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলা বা নেপালি ভাষায় লিখত ও পড়তে জানতে হবে।

বয়স : ১–১–২০২২ তারিখে ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। রাজ্যের তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা, সঙ্গে গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ লিখিত পরীক্ষাও নিতে পারে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৯ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো, সই এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টা সিস্টেম–এর (জি আর আই পি এস) মাধ্যমে ফি বাবদ প্রার্থীদের ২১০ টাকা জমা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি দিতে হবে না। অনলাইনে ফি জমা দিলে ফি দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

অনলাইন দরখাস্ত যথাযথ ভাবে পূরণ করে সাবমিট করবেন। পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্য সরকারে ৭৫০ ডাক্তার

৭৫০ জন মেডিক্যাল অফিসার (জেনারেল ডিউটি) নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তর। তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য এটি একটি বিশেষ নিয়োগ অভিযান। প্রাথমিক ভাবে অস্থায়ী নিয়োগ হলেও ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : R/GDMO/43/2022.শূন্যপদের বিন্যাস : তফসিলি জাতি ১০৯, তফসিলি উপজাতি ২৫৩, ও বি সি–এ ৪৮, ও বি সি–বি ২১১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১২৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম বি বি এস। সেই সঙ্গে মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া বা স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বয়স : ১–১–২০২২ তারিখে ৩৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। স্নাতকোত্তর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর এবং উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৪২,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর। ও বি সি প্রার্থীদের ফি বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেমের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

হকিন্সের চার বিভাগে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি

বেশ কিছু ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি নেমে হকিন্স কুকারস লিমিটেড। নিয়োগ করা হবে সেলস ও মার্কেটিং, লিগ্যাল, টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোগ্রামার্স বিভাগে। নির্বাচিত হলে প্রথমে দেড় বছরের ট্রেনিং। সফল ট্রেনিং শেষে ম্যানেজমেন্ট ক্যাডারে নিয়োগ করা হবে। ট্রেনিংয়ের সময় বার্ষিক বেতন ৮–১০ লক্ষ থাকা। ট্রেনিং শেষে বার্ষিক বেতন ১০–১২ লক্ষ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন। অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রার্থীদের চাকরি হবে বেশি বেতনে।

সেলস ও মার্কেটিং বিভাগে আবেদন করতে পরেন যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা। বিপণনের চাকরি। দেশের যে কোনও শহরে নিয়োগ হতে পারে। প্রথমে সেলসের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারপর মার্কেটিং বিভাগে চাকরি।

লিগ্যাল বিভাগে আবেদনকারী প্রার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, লিগ্যাল মেট্রোলজি, লেবার ল, কন্ট্রাক্টর ও কমার্শিয়াল ল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। কোম্পানি সেক্রেটারিরাও এই পদটির জন্য আবেদন করতে পারেন।

টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিভিন্ন শাখার ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরা আবেদনের যোগ্য। নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখাগুলি হল : মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, সিভিল, টুল ডিজাইন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচার, প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেশিন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডিজাইন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই চেন ও মেটেরিয়াল সায়েন্স অথবা রোবোটিক্স।

প্রোগ্রামার্স বিভাগের ক্ষেত্রে হাতে–কলমে কাজ করার জ্ঞান থাকতে হবে তথ্য প্রযুক্তির এই সব ক্ষেত্রে : সি সি প্লাস প্লাস, এস কিউ এল, জাভা, এ এস পি নেট, এইচ টি এম এল/সি এস এস, এক্স এম এল, পাইথন, অ্যান্ড্রয়েড, ডি এ আর টি, রিঅ্যাক্ট নেটিভ, টেবলৌ বা পাওয়ার বি।

বয়স : ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। দরখাস্তের ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় ডাকা হবে। দেশের বিভিন্ন শহরে লিখিত পরীক্ষা আয়োজিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে মুম্বইয়ে গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ। মুম্বই যাতায়াতের জন্য ট্রেনের ভাড়া পাওয়া যাবে। দরখাস্ত করতে হবে সাদা কাগজে টাইপ করে। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মোবাইল নম্বর, অভিজ্ঞতা (থাকলে) ইত্যাদি তথ্য সহ আবেদন করতে হবে।

দরখাস্তের সঙ্গে 'Reasons why I am interested in joining Hawkins' শিরোনামে প্রার্থীর নিজ হস্তাক্ষরে লেখা একটি নোট জুড়ে দিতে হবে।

দরখাস্ত আপলোড করতে পারেন এই ওয়েবসাইটে : www.hawkins.in/jobs.

ডাকে বা কুরিয়র মারফত দরখাস্ত পাঠানো যেতে পারে এই ঠিকানায় : Senior VP Personnel. Hawkins Cookers Limited. Maker Tower F–101, Cuff Parade, Mumbai–400 005. দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ জানানো হয়নি। যত দ্রুত সম্ভব দরখাস্ত করবেন।

জেলা শাসকের করন, দক্ষিন ২৪ পরগনা
নাজিরখানা দপ্তর, আলিপুর

স্মারক নং ৭১৩/এন.জেড/জি.এস.মেলা–২০২৩ তাং১২/১২/২০২২

১) আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা, ২০২৩ উপলক্ষে আগামী ৮ই জানুয়ারী থেকে ১৭ই জানুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গন ও সংলগ্ন স্থান, কচুবেরিয়া, চেমাগুরী, বেনুবন, কাকদ্বীপ এবং নামখানায়, বিভিন্ন দোকান, হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীবৃন্দের অথবা যাত্রীনিবাস, যাত্রী শিবির করতে ইচ্ছুক বেসরকারী ভ্রমণ সংস্থার অথবা বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক বেসরকারী বিজ্ঞাপনদাতাদের অথবা যাত্রীছাউনি বা চিকিৎসা ছাউনি দিতে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে অস্থায়ীভাবে জমির বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার স্থানের জন্য নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদনপত্র/দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

২) ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে নির্ধারিত ফর্মে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তি ও জমা দেবার স্থান নিম্নরূপ :-

(ক) দোকান/হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে সাগর/কাকদ্বীপ/নামখানা বি.এল এন্ড এল.আর.ও দপ্তর।

(খ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে জেলা নাজিরখানা দপ্তর, জেলাশাসক, দক্ষিন ২৪ পরগনা আলিপুর।

৩) জমি বন্দোবস্তের নির্ধারিত মূল্য এবং অন্যান্য শর্তাদির বিবরন ফর্মের সঙ্গে পাওয়া যাবে।

৪) বিশদ বিবরণের জন্য জেলাশাসকের দপ্তরের আলিপুর কার্যালয়ে নাজিরখানা দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারবেন।

স্বা/–
অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ)
দক্ষিন ২৪ পরগনা
এবং মেলা আধিকারিক
গঙ্গাসাগর মেলা–২০২৩

2701/DICO/S24Pgs, 13.12.22

কর্মখালি
খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।
যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

কর্মখালি
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

কর্মখালি
চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের কাজ জানা মেকানিক চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

শব্দবার্তা ২২৮

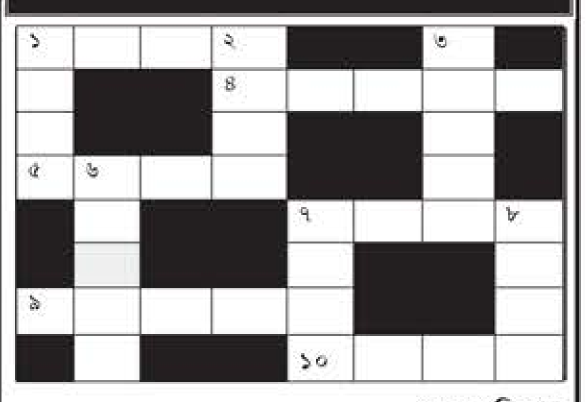

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বৈষ্ণব পদকর্তা ৪। পরিপূর্ণ, কানায় কানায় ভরা ৫। রাজসভা ৭। পদ্ম, কমল ৯। গ্রহনক্ষত্রের পর্যবেক্ষণের গৃহ।

উপর–নীচ

১। সিংহাসন ২। মহা লম্পট ব্যক্তি ৩। শব্ধরব ৬। সূর্যের পুত্র ৭। শহরের ৮। সৈন্য, ফৌজ।

সমাধান : ২২৭

পাশাপাশি : ১। অনুগ ৪। কৃশানু ৫। চরিতকার ৬। আকছার ৭। উপকার ৯। বদহজম ১১। রাজন ১২। নবাহ।

উপর–নীচ : ১। অনুচর ২। গর্হিত ৩। ঠাকুর সেবা ৬। আধাবয়সি ৭। উমরাহ ৮। সেচন ১০। হনন।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম লাবণ্য মন্ডল(৪৯)।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায় ক্যানিং থানার ক্যানিং–গোলাবাড়ি রোডের হবির মোড় এলাকায় । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রামের বাসিন্দা ওই যুবক এদিন বাড়ি থেকে বাইক চালিয়ে ক্যানিংয়ের দিকে আসছিলেন।হবির মোড় এলাকায় একটি বাম্পার টপকাতে গিয়ে বেসামাল হয়ে রাস্তার উপর পড়ে যায়। গুরুতর জখম হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রাতেই ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে মৃত্যুর খবরে ওই যুবকের পরিবারের লোকজন শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা জানতে পেরে শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় ইটখোলা পঞ্চায়েত উপপ্রধান খতিব সরদার।

শজারু উদ্ধারে শোরগোল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গভীর রাতে কাটোয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে খাদ্যান্বেষণে বেরিয়ে একটি শজারুর ঠাঁই হল বনদপ্তরের খাঁচায়। এই অভাবনীয় চমকপ্রদ ঘটনার কথা বুধবার রাত থেকেই লোকের মুখে মুখে আর সোশাল মিডিয়ায় ঝড়ের বেগে ছড়াতেই এলাকাবাসীর কৌতূহল কার্যত তুঙ্গে। ঘটনা সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৪ ডিসেম্বর গভীর রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কাটোয়া শহরের টেলিফোন ময়দান ও কে জি বসু সরণী এলাকায় একটি বড়োসড়ো

শজারু ইতিউতি ঘুরছিল। একসময় এই বন্যপ্রাণীটি স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ির পাঁচিলের ওপরেও ঘুরে বেড়াতে থাকে। পথচারীদের কয়েকজন জনবহুল এলাকার রাস্তায় শজারুটিকে ইতস্তত ঘুরতে দেখে স্বাভাবিকভাবেই চমকে ওঠেন। এভাবে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এমন একটি দুর্লভ বন্যপ্রাণীকে খাদ্যান্বেষণে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় না। অতীতেও কাটোয়া শহরের ব্যস্ততম এলাকায় এরকম ঘটনা কেউ চাক্ষুস করেছে বলে সেই সময় জানাতে পারেনি। একসময় ওই এলাকার বাসিন্দা সুব্রত সাঁই ঘটনাটি বন দপ্তরের আধিকারিককে ফোন করে জানিয়ে দেন। তারপর কাটোয়া থানাও শজারুর খবর পেয়ে সেটিকে উদ্ধারে তৎপর হয়ে ওঠে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অজয় এবং ভাগীরথী নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা কাটোয়া শহর দেড় শতাধিক বছরের পুরনো। এই দুই নদীর তীরবর্তী কিছু কিছু ঝোপঝাড়ের গর্তে সাপ, বেজি, শেয়াল, বনবেড়াল প্রভৃতি বসবাস করে। অতীতে প্রচুর সংখ্যায় শজারু, খরগোশ, খটাশ, গন্ধগোকুল সহ আরও কিছু বন্যপ্রাণী বাস করত। কিন্তু, ক্রমাগত জনবসতি বৃদ্ধির চাপে বন্যপ্রাণীদের একাংশ যথোপযুক্ত পরিবেশের অভাবে এলাকা ছেড়েছে। ইদানীংকালে কাটোয়া শহরের নদী তীরবর্তী এলাকায় শজারুর গতিবিধি কারও নজরে পড়েনি। তা সত্ত্বেও এমন একটি দুর্লভ বন্যপ্রাণী কীভাবে শহরের বুকে উদয় হল তা নিয়েই কাটোয়ার বিভিন্ন মহলে বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছে। বনদপ্তরের কাটোয়া রেঞ্জার শিবপ্রসাদ সিংহ বৃহস্পতিবার সকালে বলেন, 'বুধবার কাটোয়া শহরের টেলিফোন ময়দান এবং কে জি বসু সরণী সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি শজারুকে উদ্ধার করা হয়েছে। কাটোয়া থানার আই সি তীর্থেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ও আমাকে শজারুটির কথা জানান। আমাদের দপ্তরের কর্মীরা কাটোয়া থানার সিভিক ভলান্টিয়ারদের সহায়তায় শজারুটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'শজারু শাকাহারী এবং নদীর তীরে ঝোপেঝাড়ে গর্তে এদের বসবাস। এই প্রাণী শাকপাতা, গাজর, মুলো, বেগুন প্রভৃতি খায়। খাদ্যান্বেষণে এরা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। এদের পিঠ ও সংলগ্ন অংশজুড়ে লম্বা এবং শক্ত অনেক কাঁটা থাকায় সাধারণত মানুষ কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়। কিন্তু, এরকম একটি বন্যপ্রাণী যদি রাতের অন্ধকারে খাদ্যান্বেষণে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয় তাহলে নিঃসন্দেহে ভাবনার বিষয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের উদ্যোগে, জেলার লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির পরিচালনায়, দঃ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং বারুইপুর পৌরসভা ও বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় আগামী ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ বারুইপুর রেলমাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২৮তম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলা।

উদ্বোধন ২০ ডিসেম্বর বিকাল গুপ্ত, আই এ এস জেলাশাসক ও জেলা সমাহর্তা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

এবছরের বই মেলার থিম স্বাধীন ভারতের প্রথম ও আদর্শ শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ। বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা সভা, সেমিনার, কবি সম্মেলন, সাহিত্য সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন থাকবে। এ বছরের বইমেলায় কলকাতা থেকে নামী দামী প্রকাশক সংস্থার ৬৩টি পাবলিশার্স তাদের নতুন নতুন প্রকাশনী সম্ভার নিয়ে বইমেলায়

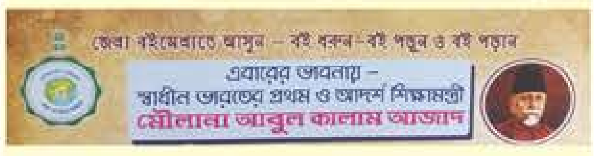

৩টে। মেলা চলবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলার সময় ১টা থেকে রাত্রি ৯টা। বইমেলার উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, গ্রন্থাগার মন্ত্রী জনাব সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী, থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জী, এছাড়াও মাননীয় সাংসদগণ, মাননীয় বিধায়কগণ, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, কর্মাধ্যক্ষগণ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ও সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয়া সামিমা শেখ সভাধিপতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ মহাশয়া এবং বইমেলা কমিটির সভাপতি মাননীয় সুমিত আসছেন। এলাকার মানুষজন এই নতুন বই দেখার ও ক্রয় করার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও থাকছে জেলার লেখকদের বিশেষ সংগ্রহ, ক্ষুদ্র পত্র–পত্রিকার স্টল, বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের স্টল, দুয়ারে সরকার স্টল, মেম্বার শিপ কর্নার, ও দপ্তরের নিজস্ব স্টল।

জেলা বইমেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই জেলার সমস্ত শিক্ষা সংস্কৃতি ও পুস্তক প্রেমী মানুষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সহ সাতদিনের বইমেলাতে আসার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। গত ১৪ ডিসেম্বর আলিপুরে জেলা বইমেলা নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

কলেজ চত্বরে চলছে বৃক্ষ নিধন যজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালি গ্রামে অবস্থিত বঙ্কিম সরদার কলেজ।স্থানীয় ট্যাংরাখালি গ্রামের সরদার পরিবারের দান করা ৩৩ একর জমির উপর ১৯৫৫ সালে গড়ে ওঠে এই কলেজ। ক্যানিং তথা সুন্দরবনের বুকে এই কলেজ সুনামের সঙ্গে তার ঐতিহ্য এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে।

বিগত প্রায় ৮–৯ বছর যাবৎ কলেজ তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে অভিযোগ স্থানীয় মানুষজন থেকে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের। কলেজের পরিবেশ দিন দিন দূষিত হয়ে দুঃবিষহ আকার ধারণ করছে। আর এই সমস্ত ঘটনা সবই ঘটে চলেছে অধ্যক্ষের অঙ্গুলি হেলনে। কলেজ গ্রাউন্ডের মধ্যে ইচ্ছামতো গাছ কেটে ফেলা এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এছাড়াও বিগত দিনে ২০২০ সালে আমফান তান্ডবে কলেজের বেশকিছু মূল্যবান গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ছিলো। সেই সমস্ত গাছ কেটে সকলের অগোচরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করার মতো গুরুতর অভিযোগ ওঠে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। সেই বিষয়ে ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তৎকালীন কলেজের গভর্নিংবডি।(কেস নম্বর ক্যানিং পিএস কেস নং ৫৯২/২০২০)।

বর্তমানে সুন্দরবন কে বাঁচাতে রাজ্য সরকার যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে গাছ লাগাচ্ছে সেখানে কলেজের প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করে একের পর এক গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। এমন কি আগুন দিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলার মতো ঘটনাও ঘটেছে। সেই আগুন যেকোন মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কলেজের একাংশ।

ঘটনার বিষয়ে বঙ্কিম সরদার কলেজের অধ্যক্ষ তিলক চ্যাটার্জী ক্যামেরার সামনে আসতে নারাজ। তবে তিনি জানিয়েছেন, গাছ কাটা কিংবা পোড়ানোর মতো কোন ঘটনা ঘটেনি বা আমার নজরে নেই। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন 'কলেজের মধ্যে এমন ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। যে বা যারা এই কাজে যুক্ত তারা যাতে শাস্তি পায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

অন্যদিকে কলেজের ছাত্র সালমন সেখ,সন্তু মন্ডল,আব্দুল মান্নান লস্কর,পূর্নেন্দু নস্করদের দাবী চোখের সামনে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। প্রতিবাদ করলে অ্যাডমিট,রেজিস্ট্রেশান আটকে দেবে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তবে কলেজের সমস্ত অনৈতিক কাজে অধ্যক্ষের হাত রয়েছে।এর অবসান হওয়া জরুরী। না হলে সুন্দরবন তথা ক্যানিংয়ের গৌরব বঙ্কিম সরদার কলেজ আগামী দিনে তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলবে।

দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের রাস্তা চলার অযোগ্য

আমান মোল্লা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার দারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ৭ কিলোমিটার জনবহুল রাস্তা অবস্থা চলাচলের অযোগ্য।গোবরামারি থেকে দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা ইট ওঠা গর্তে ভরা। কোন কোন জায়গায় মাটি উঠে এসেছে। যেটুকু ইটের আছে তার উপর দিয়ে যাতায়াত করা যায় না। স্থানীয় বাসিন্দা সালাম সরদার বলেন, অনেকদিন থেকে এই রাস্তা একইভাবে পড়ে রয়েছে। যদি এক পশলা বৃষ্টি নামে ওই রাস্তায় আর চলার মত কোন জায়গা থাকে না। আমরা গ্রামবাসীরা বারবার প্রধান সাহেবকে জানিয়েছি কাজ হয়নি। দারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শবনম নস্কর বলেন, আমাদের পঞ্চায়েত দফতরে কোন টাকা নেই আমরা কি করে এই রাস্তার কাজ করব।

পঞ্চায়েতে কোন টাকা আসে আমরা ওই রাস্তাটি ঢালাইয়ের ব্যবস্থা করে দেব। আর এক বাসিন্দা মসতোফা লস্কর বলেন ভোট

আসলে নেতাদের শুধু ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি আর ভোট ফুরিয়ে গেলে আমরা সবাই কাদায়হাটি। ভোটের আগে যদি ওই রাস্তা ঢালাই না হয়ে আমরা গ্রামের মানুষরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

কুলতলির রাস্তা বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী বিধানসভার অধীনে পিছাখালি মোড় থেকে বালিরচর বাজার পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা পিচ ওঠা গর্তে ভরা জরাজীর্ণ। মেরিগঞ্জ ১ নম্বরের প্রধান শাজাহান শেখ বলেন, এটা প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তা। অনেকদিন থেকে এই রাস্তার অবস্থা খুবই বেহাল। আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বলেছি রাস্তাটি মেরামত করে দেওয়ার জন্য। বালিরচর গ্রামের বাসিন্দা ইলিয়াস মোল্লা বলেন ভোট আসলে নেতাদের দেখা যায়। তারপরে আর এদিকে কেউ মুখ তুলে তাকায় না। দীর্ঘ সাত বছর ধরে রাস্তাটি পড়ে আছে। প্রতিনিয়ত অ্যাক্সিডেন্ট ঘটছে। পিছাখালি গ্রামের বাসিন্দা স্বপন মন্ডল বলেন, হঠাৎ যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় অ্যাম্বুলেন্স তো দূরের কথা কোনো ভ্যান পর্যন্ত এই রাস্তায় আসবে না। রাস্তার অবস্থা খুবই বিপজ্জনক হয়ে আছে। যেকোনো মুহূর্তে খাল ও পুকুরে ধ্বসে যেতে পারে।

প্রধানের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছিলাম। উনি বলেছেন উন্নয়নের খাতে কোন টাকা নেই। আমরা কোত্থেকে এই রাস্তার কাজ করব। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ দেখি যদি সরকার একাউন্টে টাকা দেয় তাহলে আমরা কিছু মেরামত করে দিতে পারব। এই আশ্বাসে বিশ্বাস হচ্ছে না গ্রামবাসীর তাদের বলছেন, এইবার যদি কাজ না হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

সচেতনতার বার্তা দিতে বকখালিতে তৈরি হলো বালুর ভাস্কয

অমিত মন্ডল : তিমি মাছ নিধন নয়, বাঁচাতে হবে পরিবেশকে পাশাপাশি রোধ করতে হবে গঙ্গা দূষণ, বালুর ভাস্কর্য তৈরি করে এই বার্তা দেয়া হলো বকখালিতে। সচেতনতার বার্তা দিতে বালুর দেশে হাজির হলেন ইন্টারন্যাশনাল সান্ট আর্ট ওয়ার্কশপের শিল্পীরা। শনিবার সকাল থেকে তারা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের বকখালি সমুদ্র সৈকত জুড়ে তৈরি করলেন ছটি বালির ভাস্কর্য। সচেতনতার বার্তার পাশাপাশি বাঙালির উন্মাদনার ছোঁয়াও তুলে ধরা হয়েছে। বালি দিয়ে তৈরি বিশাল

বিশ্বকাপের চিত্র তৈরি করেন আর্ট শিল্পীরা। বকখালীতে ঘুরতে আসা পর্যটকদের কাছে এ যেন ছিল একটি উপরি পাওনা। গণেশ দেব ও জলজ প্রাণী তিমি সহ নানানচিত্রের ভাস্কর্যে সেজে উঠেছিল বকখালি সমুদ্র সৈকত। সকাল থেকেই সহে শয়ে পর্যটকরা এই ভাস্কর্য দেখতে সমুদ্র সৈকতে ভিড় জমান।

রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৩০ জন শিল্পী এসে এই ভাস্কর্য তৈরি করেন। এ বিষয়ে শিল্পী অভিজিৎ সরকার বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে নানান সচেতনতার বার্তা দিতে সমুদ্র সৈকতে এই ভাস্কর্য গুলি তুলে ধরা হয়েছে।

বাড়ছে পরিবেশ দূষণ, পাশাপাশি বাড়ছে গঙ্গা দূষণও। এছাড়াও লুপ্তপ্রায় জলজ প্রাণীগুলিকে নানান কারণে প্রায় সময়ই হত্যা করা হচ্ছে। মূলত গঙ্গা ও পরিবেশের দূষণ রোধ করতে এবং লুপ্তপ্রায় জলজ প্রাণীগুলিকে হত্যা না করার বার্তা দিতে এই বালির ভাস্কর্য গুলি তুলে ধরা হয়েছে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদের উদ্দেশ্যে। এদিন বকখালীর সমুদ্র সৈকতে বালির তৈরি ভাস্কর্য দেখে খুশি পর্যটক থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা।

৩৩ তম বর্ষের সোনারপুর বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ ডিসেম্বর প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শুরু হল ৩৩তম সোনারপুর বইমেলা রেল কোয়ার্টার প্রাঙ্গনে। উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বইমেলাতে তিনি বই কেনা এবং বই পড়ার অনুরোধ করেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য একাডেমীর পূর্বাঞ্চলীয় সচিব অংশুমান কর, খালিদ কাইজার, বই মেলা কমিটির সম্পাদক সত্যব্রত পাল এবং কমিটির সভাপতি আবিদ হোসেন সহ বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে মেলার স্মরণিকা সহ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়, সংস্কৃতি মঞ্চের নামকরণ করা হয় প্যারীমোহন দাসের নামে। এবারের ভাবনা

কোচবিহার জেলাকে নিয়ে মেলাটি চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলাতে দেখা গেল নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জেলার কবিদের সংবর্ধনা, সেমিনার, বাউল গান, কবিতা পাঠ, সংগীত, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠান গুলি হল গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখার্জি নামাঙ্কিত মঞ্চে। ৮০ টিরও বেশি প্রকাশন সংস্থা অংশ নিয়েছে এই বইমেলায়। এছাড়াও আছে লিটল ম্যাগাজিন এর ছোট স্টল। যেখানে প্রায় শতাধিক লিটল ম্যাগাজিনের সম্ভার।

এই প্রথম নবগঠিত সোনারপুর প্রেসক্লাব সোনারপুর বইমেলায় তাদের একটি স্টলের মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সংবাদের বিভিন্নতা তুলে ধরে। স্টল টির উদ্বোধন করেন মেলার উদ্বোধক কবি অংশুমান কর। এই স্টলে প্রেসক্লাবের সদস্যারা সাংবাদিকতা বিষয়ক আড্ডার মেজাজে স্টল টিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যান। এছাড়াও স্টলে জেলা থেকে বহু প্রকাশিত পত্রিকা প্রদর্শিত হচ্ছে। যাদের মধ্যে আলিপুর বার্তা, আনন্দ বাহার,জীবিকা বাহার, দুর্নিবার বাংলা, আর্থিক লিপি, জনতা দরবার ও অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। এই মেলাকে কেন্দ্র করে সোনারপুর প্রেসক্লাবের স্টলে ভিড় চোখে পড়ার মতো। মানুষের কাছে সাংবাদিকতা ও সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়। প্রেসক্লাবের সদস্যদের পক্ষ থেকে সব মিলিয়ে এবারের এই মেলা আক্ষরিক অর্থে সাফল্য পেয়েছে বলে মনে করছেন বই প্রেমীরা।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সুন্দরবনের ভাগচাষীদের উপর জোতদাররা হামলা চালাচ্ছে প্রশাসনযন্ত্র নিষ্ক্রিয়

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভাগচাষীদের তে–ভাগা আন্দোলনের দাবী মেনে নিলেও জোতদাররা সে দাবী আজও মেনে নেয়নি। তাই যেখানেই ভাগ চাষীরা ভাগের ভাগ বুঝে নিতে চেয়েছে সেখানেই গণ্ডগোল বেধেছে। আর এই বিরোধ মেটানোর জন্য সরকার পক্ষ থেকে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রকৃত পক্ষে ভাগচাষীদের কোন স্বার্থ রক্ষাই করতে পারেনি। তবে জোতদাররা পুলিশের সাহায্যে বিনা বাধায় নিজেদের গোলায় ধান তুলতে পারায় প্রাণহানির রক্তপাতের সংখ্যা ঘটেছে খুবই কম।

সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব অভিযোগ এসেছে তার মধ্যে সুন্দরবন এলাকাই প্রধান। কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত গোপালপুর, কোয়াবেড়িয়া, মৃণালনগর, মন্মথপুর, হেসেমাবাদ, গঙ্গাধরপুর, শিবনগর প্রভৃতি অঞ্চলের জোতদাররা পুলিশের সহযোগিতায় জোর করে ভাগচাষীদের কাটা ধান লুট করে নিয়ে গেছে। কোন কোন জায়গায় চাষীদের মাঠেই নামতে হয়নি। ভাগচাষীরা ক্যাম্প কোর্টে অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল হয়নি। আদালতের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে 'ধান কাটা হয়ে গেলে তাদের কিছুই করণীয় নেই।' জোতদারদের পক্ষে কাকদ্বীপ থানা কিভাবে কাজ করে চলেছে তার এক চিত্র তুলে ধরেন জনৈক ভাগচাষী শ্রী কাঙ্গাল নস্কর। জোতদাররা জোর করে ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে এই মর্মে এস. ডি. ও. (ডায়মণ্ড–হারবার) এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি তদন্ত করার জন্য সার্কেল ইন্সপেক্টরকে ভার দেন। সি. আই. তদন্ত করে পুলিশী সাহায্য দেওয়ার জন্য কাকদ্বীপ থানাকে জানালেন। কিন্তু পুলিশ আর গেল না। আর একজন ভাগচাষী রেণুপদ গায়েন, শুধু পুলিশ নয় মহামান্য আদালতও কিভাবে দরিদ্র ভাগচাষীদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে তার একটি ঘটনা তুলে ধরেন। গত ১লা ডিসেম্বর জোতদাররা জোর করে ধান কেটে নিয়ে গেলে এস, ডি, পি, ও–র কাছে অভিযোগ করা সত্ত্বেও আজও তদন্ত হয়নি কিন্তু জোতদার নজিবল মোল্লা আদালতে অভিযোগ করলে ভাগচাষীরা যথারীতি আসামী হয়ে ১,০০০ টাকার জামিনে মুক্তি লাভ করে। এই রকম একটি বা দুটি মামলা নয় বহু মামলায় একই ভাগচাষীকে জড়ান হয়েছে এবং প্রতিবারেই হাজার টাকার জামিন। এক একটি জামিনের খরচ গড়ে ৪০/৫০ টাকা। এছাড়া রয়েছে দিনের দিন খরচ। সজল চোখে রেনুপদ বল্লেন– একে পেটে ভাত নেই তার উপর মামলার খরচ জোগাতে জোগাতে পথের ভিখারিতে পরিণত হতে হচ্ছে ভাগচাষীর দলকে।

এই চিত্র শুধু সুন্দরবন এলাকাতেই নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই চলছে। তবে যেখানে ভাগচাষীরা তে–ভাগার দাবী ছেড়ে দিয়েছে সেখানেই শান্তি আর যেখানে সরকারী প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে দাবী আদায়ের চেষ্টা চালিয়েছে সেখানেই ভাগচাষীদের বিড়ম্বনার একশেষ। এদের দাবী আদায়ের পাশে প্রগতিশীল যুবশক্তি নির্বাক বল্লেই চলে। তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তথাকথিত প্রগতিশীল যুব সাধারণ হয় তারা নিজেরাই জোতদার না হয় জোতদারের অনুগৃহীত। অর্থাৎ যতদিন না গ্রামে গ্রামে আদর্শবাদী যুবকের সংখ্যাধিক্য ঘটছে ততদিন সরকারী খাতা–কলমে যতই মেহনতী জনতা, দরিদ্র মানুষের স্বাচ্ছন্দের জন্য পরিকল্পনা হোক না কেন তা ছলে–বলে কৌশলে বিত্তবানরাই গ্রাস করবে। এ সত্য আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবুও দরিদ্র ভাগচাষীদের পক্ষ থেকে যে দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই জোতদারের অভিযোগের ভিত্তিতে, বিনা তদন্তে ব্যাপক হারে ভাগচাষীদের আসামী করা চলবে না।

৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২, শনিবার ১লা পৌষ, ১৩৭৯

যত অপরাধ বীরভূমে

শ্যুট আউটে গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে হাবরাপাহাড়ি শ্যুট আউটের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ৯ ডিসেম্বর ভোরে দুবরাজপুর পাওয়ার হাউজ মোড় থেকে অশোক বাউড়ি,কোমল বাউরী ও কাজল বাউরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। রবিলাল টুডুকে ১০ ডিসেম্বর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। গিরিজোর গ্রামের জোহন মুর্মুকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ১৩ ডিসেম্বর ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাবড়াপাহাড়ী গ্রামে ভাত খেয়ে সাইকেলে চেপে চলে যাওয়ার সময় এক ব্যাক্তি একজন প্রাথমিক শিক্ষক ও একজন পাথর খাদান কর্মীকে গুলি করে ৫ ডিসেম্বর রাতে। সাইকেল, মোবাইল ও টর্চ ফেলে গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। ঘটনাস্থলে মারা যায় পাথর খাদান কর্মী ধনু শেখ। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বেলেগ্রামে। ৬ ডিসেম্বর রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় প্রাথমিক শিক্ষক ধনা হাঁসদা।

নেতার বিয়েতে বন্ধ স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৃণমূল সংগঠনের নেতা শ্যামসুন্দর মিত্রের বিয়ের বৌভাতের খাওয়া দাওয়া হলো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। তারজন্য বন্ধ থাকলো স্কুল। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রামে। স্কুল বন্ধ রেখে চিনপাই অমিয়কুমার মিত্র উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হয়েছে প্যান্ডেল। ৮ ডিসেম্বর পাড়ুই থানার বাতিকার গ্রামে বিয়ে হয় উনচল্লিশ বছর বয়সী তৃণমূল নেতা শ্যামসুন্দর মিত্রের। ১০ ডিসেম্বর রাতে বৌভাতের খাওয়া দাওয়া হয় বিদ্যালয় চত্বরে। দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি ভোলানাথ মিত্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই শ্যামসুন্দর। তাই প্রকাশ্যে কেউ কিছু না বললেও আড়ালে আবডালে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। তাহলে কি এবার থেকে তৃণমূল নেতাদের বিয়ের বৌভাতের জন্য বন্ধ থাকবে বিদ্যালয়? এমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বীরভূম জেলায়।

কাটা পড়ে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেলে কাটা পড়ে ৮ ডিসেম্বর আমোদপুর–কাটোয়া রেল লাইনের শাখার কীর্ণাহার রেলস্টেশন থেকে কিছুটা দূরে মৃত্যু ঘটল এক মহিলার। ওই মহিলার এখনো পর্যন্ত পরিচয় জানা যায় নি। জনবহুল এলাকায় এই ঘটনা কিছুটা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে রেল আধিকারিকরা গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ১৭ ডিসেম্বর – ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২

শীতের উত্তাপ পাক সকলেই

আবহাওয়া দফতরের খবর শীত আসছে আরও শক্তিশালী হয়ে। ডিসেম্বর মাস চলছে শীতের কামড় এমনিতেই কিছু কিছু রাজ্যে জাঁকিয়ে বসেছে। কলকাতায় হাল আমলে শীতের দাপট অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম হলেও শীতের দাপটে মৃত্যু হার কম নয়। একই রকম চিত্র লক্ষ্য করা যায় প্রখর গ্রীষ্মেও। সাম্প্রতিক কালের নতুন উপদ্রব আমফান যশের মতো কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মানুষের দুর্ভোগকে আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রসঙ্গ শীত এবং শীতের দাপট। গণ মাধ্যমে শীতের আবির্ভাব কামনায় বহু রকমের আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। অবশ্য শীতের সবজি বাজার এবং ফ্যাশন বাজার মধ্যবিত্তের নাগালে থাকার প্রত্যাশা লক্ষ্য করা যায়। শীতের প্রবল দাপটকে উপেক্ষা করেই সারা ভারতের মানুষ সাগরমেলায় সমবেত হন। শীতের ভয়ংকর রূপ তারাই জানে যাদের মাথার ওপর পাকা বাড়ির ছাদ নেই কিংবা শীতের আচ্ছাদন এবং পোষাক বাড়ন্ত। অতি সম্প্রতি এক কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠানে বিরোধী জননেতা উপস্থিতি এবং প্রস্থানের পর সেই সভায় এক অঘটন ঘটে যায় শীতবস্ত্র বিতরণকে কেন্দ্র করে। শীতের বস্ত্র নেওয়ার জন্য ভিড় করেছিলেন বহু গরিব মানুষ পদপৃষ্ঠ হয়ে এক শিশু সহ তিনজনের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুকে ঘিরে রাজনীতি কম হয়নি। কিন্তু দিনের শেষে যে প্রশ্নটি প্রকট হয়ে দাঁড়ায় তা হল শীতবস্ত্রের অপ্রতুলতা। ধনবানদের কাছে শীত উপভোগের, আর খোলা আকাশের নিচে বসবাসকারী মানুষদের কাছে আতঙ্কের। রেল লাইনের পাশে ঝুপড়ি গুলোয় যখন হঠাৎ হঠাৎ আগুন ধরে সর্বসান্ত হন সর্বহারারা তখন কতটুকু প্রকৃত সাহায্য পান তা অবশ্যই প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। দেখা গেছে শুধু কলকাতার রাজপথে ধারে ফুটপাথে অসংখ্য মানুষ শীতের যন্ত্রণা সঙ্গে নিয়েই রাত কাটায়। কখনও সখনও কিছু সমাজসেবী সংস্থা কম্বল ও শীতের বস্ত্র বিতরণ করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প।

অথচ এই কলকাতাতেই প্রচুর অর্থবান ক্লাব এবং নানান ধনিক সম্প্রদায়ের বাস। একটু সদিচ্ছা থাকলেই প্রশাসনের মুখাপেক্ষী না হয়েও অনায়াসে এই শীতে কাবু হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর শরীরে একটু স্নেহ ভালবাসার উত্তাপ ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

সম্প্রতি নানা রাজ্যে এমন কি এ রাজ্যেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আশ্রয়দান কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবাংলাতে বেশ কয়েকটি ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রেরও সন্ধান পাওয়া যায় যদিও সেগুলি অধিকাংশই সেভাবে কার্যকরী নয়। রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার কিছু নির্দিষ্ট বিদ্যালয়কে ভবঘুরেদের রাতের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহারের চিন্তা ভাবনাও করেছিলেন। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গর্বের কলকাতা শহরেই হাজার হাজার ভিক্ষুক এবং মানুষ খোলা আকাশের তলায় শীতকাল কাটাচ্ছে।

দেশে নিয়মিত গণতান্ত্রিক চর্চার অঙ্গ হিসাবে সাধারণ নির্বাচন হয়ে চলে। কোটি কোটি টাকা খরচ হয় মানুষের রায়কে মান্যতা দিতে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যারা শীতে রাতে পথেই কাটায় তাদের কথা ভাববার, বোঝবার কিংবা পুর্নবাসরের পরিকল্পনা স্থান পায় না বাজেট তো দূরের কথা।

নানা পুজো কমিটিগুলি অবশ্যই বহু দান ধ্যান করে থাকেন পুজোর সময়। গণমাধ্যমে সে সব ছবি দেখতে পাওয়া যায়। কোটি টাকা বাজের পুজো কমিটি গুলি সরকারের তরফ থেকে নানা অনুদান পেয়ে থাকে। সম্মিলিতভাবে পুজো কমিটি হোক কিংবা উৎসব কমিটি গুলো হোক পথবাসী মানুষগুলোর জন্য একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন অনায়াসে কলকাতা কিংবা শহরতলীর ফুটপাথ বাসীদের রোশনীর থেকে শীতের কষ্ট দূর করা সম্ভব। একটু ভাবনা চিন্তা, একটু ভালবাসা বদলে দিতে পারে শহর কলকাতার এই অভিশাপকে। সম্প্রতি প্রয়াত ফ্রান্সের সাহিত্যিক ডোমিনেক ল্যাপিয়ার কলকাতাকে 'সিটি অফ জয়' খ্যাতি এনে দিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে। সবার জন্য প্রকৃত 'সিটি অব জয়' হয়ে উঠুক এই মহানগর ও শহরতলি।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

চরম বিপদগ্রস্ত মানুষ গঅহসৌন্দর্য্যে আনন্দ পায় না, এই নশ্বর সংসারে বদ্ধ হয়ে আমি তবে কি করে সুখবোধ করি? মূর্খ মানুষ মনে করে সংসারে ধনসম্পত্তিই একমাত্র সুখকর, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় শ্রী আসলে দুঃখের আকর। কারণ ধন মানুষকে মোহ–অনিষ্ট–দুঃখ ভিন্ন আর কি দেবে? দুধ যেমন সর্পবিষ বৃদ্ধি করে, যে সকল কর্মে মানুষের অধোগমন হয়, সেই সকল কর্মেই ধনলক্ষীর বিবৃদ্ধি হয়। অনিন্দিত ধনবান, নিরহঙ্কার বীর, পক্ষপাতহীন প্রভু এই জগতে হয়ই না পরায়। ধনসম্পত্তি সৎকর্ম নাশ করে, কামনা বৃদ্ধি করে। পরমার্থদৃষ্টি নষ্ট করে। দুঃখ–বিষাদ–ভয়–ভ্রান্তির প্রশ্রয় দেয়, বৈরাগ্য–বিবেকের দ্বার রুদ্ধ রাখে। দুরন্ত, চঞ্চলা লক্ষ্মী চিত্ত–চাঞ্চল্যের জালে জীবকে বদ্ধ করে। তাই ধন সম্পদে মানুষেণ দুঃখ নিবৃত্তি হয় না বরং তা অনাগত দুঃখের বাহক।

রাম বললেন, তৃণের অগ্রভাগে শিশিরবিন্দুর মতো জীবের আয়ু সহসা শরীর ত্যাগ করে। অবিবেকী এবং বিষয়াবিষ্ট মানুষের পক্ষে আয়ু দুঃখের কারণ, কিন্তু ব্রহ্মপদে বিশ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাকে আয়ু প্রকৃতসুখে সুখী করে। আমি আয়ুতে সুখবোধ করতে পারি না, কারণ, বাতাসের বেষ্টন, আকাশের বিভাজন ও তরঙ্গের গ্রন্থনায় যদি বা আস্থা রাখা যায়ও কিন্তু বাতাসের বেষ্টন, আকাশের বিভাজন ও তরঙ্গের গ্রন্থনায় যদি বা আস্থা রাখা যায়ও কিন্তু আয়ুতে কখনই আস্থা স্থাপন করা যায় না। শরৎকালের মেঘ, ইন্ধনশূন্য প্রদীপ এবং জলের তরঙ্গের মত আয়ু অতি চঞ্চল।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্র হত্যা– সংসদীয় ফ্যাসিবাদ

নির্মল গোস্বামী

অর্থনীতির গতি যখন রুদ্ধ হয়, তখন প্রগতির ধারাও বন্ধ হয়ে যায়। বছর বছর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতীর স্বপ্নের সলিল সমাধি হয় জীবন শুরুর সময়েই। নতুন শিল্প স্থাপন হয় না। চালু শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিক ছাঁটাই হয় ব্যাপক হারে। সরকারী চাকরির ক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়। স্থায়ী নিযুক্তির পরিবর্তে স্বল্প বেতনে অস্থায়ী নিয়োগ হয়। মূল্যবৃদ্ধি নাগালের বাইরে চলে যায়। এই অবস্থায় দেশে গণবিক্ষোভকে প্রতিহত করতে কোথাও কোথাও পুলিশকে কঠোর পদক্ষেপ করতে হয়। কিন্তু শুধু পুলিশী দমন নীতিতে বেশিদিন চলতে পারে না। কারণ সরাসরি পুলিশী পীড়ন মানুষ চাক্ষুস করে, ফলে সরকার বিরোধী ক্ষোভ আরো বাড়তে থাকে। গণস্বরকে প্রতিহত করতে বা প্রতিবাদ যাতে অঙ্কুরিত না হয় তার জন্য গণতন্ত্রের পরিসর ক্রমশ সংকুচিত করতে চায় শাসককূল।

এই সংকোচন দুভাবে হয়। প্রথমতঃ সরকারী অনুদানের মাধ্যমে জনগণের একটা অংশকে বিশেষ করে দরিদ্রশ্রেণীর মানুষকে সরকারের অন্ধ সমর্থকে পরিণত করা। তারা সরকারের কাজের অন্ধ সমর্থক হয় কারণ হাতে গরম প্রাপ্য তারা পায়। দেশের সার্বিক উন্নয়ন হলে তারপর তার সুফল জনগণ পরোক্ষভাবে পায়। আর এখানে সরকার সরাসরি অনুদান বিভিন্ন প্রকল্পের নাম করে জনগণের হাতে তুলে দেয়। দ্বিতীয় জনগণের একটা অংশকে ধর্ম–বর্ণ–ভাষা বা জাতের নিরিখে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করে। যদি সফল হয় তা হলে বুঝতে হবে, একটা জনগোষ্ঠীর অংশ উগ্র জাতীয়তা বোধে আচ্ছন্ন হয়। বর্তমান সরকারকে তাদের ত্রাতা ভাবে। এই জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সরকার তাকে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে চায়। আমরা তোমাদের সার্বিক মঙ্গলের কাজ করছি। কিন্তু ওই বিরোধী শক্তি তা চায় না, ফলে ওদের আন্দোলনকে তোমাদের রুখতে হবে– এই ভাবে মগজ ধোলাই করা হয়। এতে সরকারকে বিরোধীদের চাপ নিতে হয় না। তখন ইচ্ছা মতো সরকার চালাতে পারে। সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, সমর্থক বাড়াতে। বেকারত্ব, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব জলাঞ্জলী গেলেও যাক। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি, সংবিধান প্রচলিত আইনের তোয়াক্কা করার প্রয়োজন পড়ে না।

আর এই কাজ সফলভাবে করতে হলে গোটা দল এবং মন্ত্রী

গণতন্ত্র হত্যা

গোষ্ঠীকে যো হুজুরে পরিণত করতে হয়। যিনি দলের মাথা তিনিই সরকারের মাথা। তিনি যা বলবেন দল এবং মন্ত্রীরা ঠিক ঠিক বলে চোখ বুজিয়ে সমর্থন করবে। অন্যায়কে ন্যায় বলে চালাতে দিন রাত কুযুক্তির জাল বুনে চলবে। যিনি দলের মাথা তিনি প্রথমে দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে এক নায়কোচিত আচরণ করেন। দল যদি তাঁর একনায়কোচিত আচরণকে সম্মতি দেয় বা নেতা–নেত্রীরা দলকে নিজের কুক্ষিগত করতে সমর্থ হয়, তাহলে দেশের বা রাজ্যের মধ্যেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করা সহজসাধ্য হয়।

ক্ষমতালোভী নেতারা দলের বা সরকারের কাজের কোন রকম সমালোচনা এড়িয়ে চলতে থাকে। শুরু হয় সর্বক্ষেত্রে দখলদারির রাজনীতি। কোথাও যেন বিরোধীরা না থাকে। গত শতকের চল্লিশের দশকে মানুষ জার্মানি আর ইটালিতে ফ্যাসিবাদের নগ্ন রূপ দেখেছিল। সারা বিশ্বকে পদানত করার চেষ্টা করেছিল ফ্যাসিবাদী শাসকরা। পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশে দেশে অন্যরূপে ফ্যাসিবাদ আত্মপ্রকাশ করছে। এই ছদ্ম রূপ অনেক সময় সহজে জনগণ ধরতে পারে না। গণতন্ত্রের ঠাঁটবাট সব বজায় রেখেই ফ্যাসিবাদী কায়দায় দেশ চালনা করে।

সরাসরি একনায়কতন্ত্র নয়। সংসদ, আইনসভা মন্ত্রীমণ্ডলী সব থাকবে নামকে ওয়াস্তে। কিন্তু বাস্তবে চলবে একনায়কতন্ত্র। এই অবস্থার নতুন নামকরণ হয়েছে সংসদীয় ফ্যাসিবাদ। অথবা বলা যেতে পারে গণতন্ত্র অনুমোদিত ফ্যাসিবাদ।

রাজ্যে ৯০ ঘণ্টা ডাক্তার ছাত্ররা অনশনে বসেছে। দাবি কি, না ছাত্রসংসদের নির্বাচন করতে হবে। এই নির্বাচন কে আটকাচ্ছে? কেন আটকাচ্ছে? তার কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। অথচ রাজ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক সব স্তর বিদ্যমান। কিন্তু কারো সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা ছাড়া ছাত্র সাংসদ নির্বাচন হবে না। একেবারে নিম্ন স্তর থেকে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার পরিকল্পনা। এই যে বিরোধ শূন্য পঞ্চায়েত গড়ার ডাক দেওয়া আসলে নেই এক নায়কতন্ত্রের স্বর শোনা গেল। বিরোধ নেই মানে শাসক দলের মর্জিই সেখানে কাজ করবে। আর দলের মধ্যে বিভিন্ন স্বরের উপস্থিতি নেই। সেখানে একজনই নেতা বা নেত্রী। ফলে পঞ্চায়েতকে বজায় রেখেই ফ্যাসিবাদী ঝোঁক মাথা চাড়া দেয়। প্রথমে নিম্ন স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্ব শাসন ভেঙে দাও। তারপরে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ স্তরেই সেই বিধি চালু করা হবে। এ যেন সইয়ে সইয়ে একটু একটু করে মারা।

বর্তমানে আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যে একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে দুটি দল কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন তারা উভয়েই সংসদীয় ফ্যাসিবাদের ধারক। উভয় ক্ষেত্রেই দল নেতা নেত্রীর ইচ্ছায় চলে। দলের স্বাতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। ফলে দল নেতা নেত্রী নির্ভর হয়ে পড়েছে। নরেন্দ্র মোদী আর মমতা ব্যানার্জী উভয়েই দলকে ক্ষমতায় এনে দিয়েছে তাই তাদের কথাই দলের কথা। বাংলাদেশে এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে যা একান্ত নেত্রীর ইচ্ছাতেই হয়েছে। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।' এই হল যৌথ নেতৃত্বের ধারণা। বর্তমানে কোন দলেই যারা ক্ষমতায় আছে তাদের এই যৌথ নেতৃত্ব নেই। দল নেতা তৈরি করে না। নেতাই দল তৈরি করে। ফলে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্তই লঙ্ঘিত হয়। কৃষি আন্দোলনের জেরে নরেন ভাইকে ফেলা থুথু চাটতে হয়েছিল। রাজ্যের প্রকৃত চাকরি প্রাপকদের আন্দোলনের পরিণতি এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে শাসক এতোটুকু গণ–তান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় দেয় নি এখনও পর্যন্ত। সাংসদ ভবনে মাথা ঠেকিয়ে গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় না। নায়কতন্ত্রের সুবিধা হল যে শাসক মনে করে দুর্নীতি করাটাও তার অধিকার। সেখানে লজ্জা নেই, ভয় নেই, সংকোচ নেই। দুর্নীতিরও লাগাম নেই। তাই নিত্য নতুন দুর্নীতির খবরে জনগণ যারপর নাই ভীত হয়। শাসক কিন্তু দুর্জ্ঞেয়। নির্বাচন জিতে নতুন উদ্যমে স্ফীত হয় বুক। গণতন্ত্রের সমাধি রচনার নিত্য নতুন কৌশল আবিষ্কারে দ্রুত দড় হয়ে ওঠে।

পদ্মে 'আমিত্ব' পোকা

দেবাশিস রায়

আমি..আমি..আমি..শুধুই আমি..।সিপিএমকে পরাস্ত করা থেকে শুরু করে ভোটযুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করা পর্যন্ত বঙ্গ পদ্মের চলতি আখ্যানে আমিত্ব' প্রবেশে বিস্মিত আদি পদ্ম চাষিরা। তাঁদের কাছে এই আমিত্ব' মারাত্মক রোগের মতো।নবাগত কয়েকজনের হাত ধরে আসা এই 'আমিত্ব' রোগে বঙ্গের বর্তমান বিজেপি আক্রান্ত হওয়ায় চিন্তিত দলের আদি নেতা–কর্মীরা। দলের উদ্ভূত অভাবনীয় পরিস্থিতিতে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই মনে করছেন, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের বেলাগাম পরিস্থিতিতে এমনতর রোগের প্রাদুর্ভাব। সময় যত গড়াচ্ছে বঙ্গের পদ্মে আমিত্ব' রোগ ততই ছড়াচ্ছে। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই এই প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে রীতিমতো হতাশ বঙ্গ বিজেপির আদি নেতা–কর্মীরা। রাজ্যের একাধিক জায়গার আদি পদ্ম নেতা–কর্মীদের পাশাপাশি গেরুয়া সমর্থকদের একাংশের অভিমত, বিজেপি একটা রেজিমেন্টেড পার্টি।সেখানে দলের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা কখনও ব্যক্তিগতভাবে কোনও নেতা–নেত্রীর ওপর নির্ভর করে না। দলগতভাবেই এই সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা সূচিত হয় এবং সেটাই এতদিন ধরে রাজ্য বিজেপিতে দেখা যেত। তবে, এই আদি নেতারা বুক ফুলিয়ে যতই বিজেপিকে রেজিমেন্টেড পার্টি বলে আত্মসুখ লাভ করুন না কেন এরাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে বর্তমানে দলের সেই সমষ্টিগত অবস্থার অনেকখানিই পরিবর্তন হয়েছে। ইদানীং বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতা–নেত্রীর হম্বিতম্বি মনোভাব রাজ্য বিজেপিকে প্রায়শই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কোনও কোনও নেতা দলের সাফল্যকে যেমন নিজের ব্যক্তিগত 'ক্যারিশমা' বলে কার্যত ঢাঁড়া পিটিয়ে চলেছেন, আবার কোনও কোনও নেতা বিজেপির উত্তরীয় গলায় পরেই বাকসংযমবোধ হারিয়ে দলকে বিপাকে ফেলে চলেছেন। বেশ কয়েক বছর আগে রাজ্য বিজেপিতে এমনতর পরিস্থিতির কার্যত সূত্রপাত। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের মুখে যখন তৃণমূল কংগ্রেসে বিরাট ধস নামল, ঘাসফুলের নেতা–নেত্রীরা দলে দলে বিজেপিতে নাম লেখালেন কার্যত তারপর থেকেই পদ্মপুকুরের দখলদারিত্বের রাজনীতির শুরু

হল বলা যায়। সেই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যখন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে জোর ধাক্কা দিয়ে একঝটকায় ১৮টি আসন জিতে রাজ্যজুড়ে শোরগোল ফেলে দিল তারপর থেকে তো পদ্ম শিবিরের নেতৃত্বের একাংশের পা যেন দীর্ঘদিন মাটির ওপর পড়তেই চায় না। তাঁদের হাবেভাবে শুধুই আত্মগরিমার আখ্যান। আত্মমগ্ন নেতা–কর্মীদের সেই আখ্যানের জৌলুসের কাছে বিজেপির দলগত সাফল্য অনেকখানিই ম্লান দেখায়। এই আবহের বাতাবরণেই বিজেপি নেতৃত্ব ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এরাজ্যে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নও দেখতে থাকেন। রাজ্যের সর্বস্তরের বিজেপি নেতা–কর্মীদের উচ্চাশার পারদ চড়তে থাকায় দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও সুউচ্চ মঞ্চ থেকে হাত তুলে বারংবার বলতে দেখা গিয়েছিল ইস বার দোশো পার..'। রাজ্যজুড়ে নির্বাচনী প্রচারে দলীয় নেতা–কর্মীদের বিপুল জমায়েত সহ উৎসাহ দেখে দলের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতা জগপ্রসাদ নাড্ডা, নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, স্মৃতি ইরানী, যোগী আদিত্যনাথ প্রমুখের মুখে ফুটে উঠেছিল নিশ্চিন্তের হাসি। একইসঙ্গে তৎকালীন রাজ্য শীর্ষ নেতা দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহাদের সুরে সুর মিলিয়ে সুবিধাবাদী দলবদলু নেতা–কর্মীরাও রাজ্যে গেরুয়া পালাবদলের গান গাইতে থাকেন।কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাস্টার স্ট্রোক'–এর কাছে বিজেপি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। তবে, মাত্র সত্তরের ঘরে আটকে গিয়ে বিজেপি বর্তমানে রাজ্যে বিরোধী দলের তকমা পেতেই দলের একাংশের মধ্যে ফের 'ধরাকে সরা জ্ঞান' প্রবণতা দেখা দিয়েছে। পরতে পরতে তাঁদের হাবেভাবে ফের আত্মগরিমার পরিস্ফুটন। এপ্রসঙ্গে বিজেপির একাধিক আদি নেতা সবার আগে প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দিকে আঙুল তুলেছেন। দলের অধঃপতনে হতাশ ওই সব আদি নেতার অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির অতীত ইতিহাস হয় জানেন না কিংবা ভুলে গিয়েছেন। তাই তিনি এরাজ্যে দলগত সাফল্যকে বড়ো করে না দেখিয়ে সর্বক্ষণ শুধু আত্মপ্রচারে মগ্ন রয়েছেন।এভাবে তিনি নিজেকে যাই প্রমাণ করতে চান না কেন আসলে তিনি বাংলার মানুষের কাছে বিজেপির সাংগঠনিক ক্ষমতাকে খর্ব করে দেখাতে চাইছেন। এতে দলের সংগঠন বিস্তারে ক্ষতি হবে।আদি নেতৃত্বের আরও অভিযোগ, দলের পদলোভী কিছু নেতা–নেত্রীর ব্যক্তিগত সুবিধালাভের রাজনীতির জন্য বর্তমানে বঙ্গ বিজেপির মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল মাথাচাড়া দিয়েছে। তারা নানারকম ছুতোনাতায় একে অপরের দিকে প্রতিনিয়ত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেই চলেছেন। যা দলের নিচুতলায় নেতা–কর্মী–সমর্থকদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই দলীয় কোন্দল মেটাতে মিঠুন চক্রবর্তীর মতো তারকা–নেতাকে ময়দানে নামিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেওয়াটা শুধু কঠিনই নয়, যথেষ্ট দুঃসাধ্যও। রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যত এগিয়ে আসবে এই প্রবণতা ততই বৃদ্ধি পাবে। রাজনীতিতে উৎসাহী মহলের একাংশের অভিমত, সর্বদা সুবিধাবাদী রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকা নেতা–কর্মীদের ভিড় বাড়ছে বিজেপিতে। একসময় বানের জলের মতো দলত্যাগ করে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাতে যাওয়া মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারী, নিশীথ প্রামাণিক, লকেট চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র খাঁ, খগেন মুর্মু প্রমুখ প্রভাবশালী নব্য পদ্ম নেতা–কর্মীদের জন্য বিজেপির আদি কর্মীরা কার্যত কোণঠাসা। অথচ একটা সময় রাজ্য বিজেপিতে এমন অভাবনীয় পরিস্থিতি দেখা যেত না। বিধায়ক, সংসদ সদস্যের নিরিখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে রাজ্য বিজেপির বর্তমানে সুদিন চলছে। কিন্তু, আদতে সাংগঠনিকভাবে দলের বিস্তার এখনও রাজ্যের সর্বত্র ঘটেনি। এখনও বহু বুথে বিজেপির এজেন্ট বসার মতো কর্মী নেই। এমতাবস্থায় দলের কোনও কোনও নেতা–কর্মী যদি দলের সাংগঠনিক সাফল্যকে বড়ো করে না দেখিয়ে আত্মপ্রচারকেই বেশি গুরুত্ব দিতে থাকেন তাহলে এরাজ্যে বিজেপি পদে পদে আরও হোঁচট খাবে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস মুখ টিপে হাসতেই থাকবে।

দেশ দেশান্তরে

গালওয়ান থেকে তাওয়াং

প্রণব গুহ

২০২০ সালের জুন থেকে ২০২২ এর ডিসেম্বর। লাদাখের গালোয়ান থেকে অরুণাচলের তাওয়াং। গত আড়াইবছর যাবৎ চিনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে কোভিড ঝড়। প্রথমে কোভিডের কথা চেপে যাওয়ার জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে চিনকে। ব্যাবসায়ী সম্পর্কে যুক্ত বড়ো বড়ো দেশগুলো তাদের বিজনেস ডেস্টিনেশন বদল করে চিন থেকে পাততাড়ি গোটাতে শুরু করেছে। ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের একতরফা আগ্রাসন রুখতে মাঠে নেমে পড়েছে ভারত সহ একাধিক রাষ্ট্র। ২০২০ তে যখন সকলে কোভিডের জন্য চিনকে দূষছে তখন দৃষ্টি ঘোরাতে অনুপ্রবেশ ঘটায় গালওয়ানে। এবার আড়াইবছর পর দেশের মানুষ যখন বিধি নিষেধে স্বাধীনতা হারিয়ে ক্ষেপে উঠেছে তখন দেশের মানুষের সহানুভূতি আদায় করতে ফের ভারতকে আগ্রসনের ছোবল মারতে উদ্যত। কিন্তু এবারেও সুবিধা হয়নি। ভারতীয় জওয়ানদের তাড়া খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

সংঘর্ষের কেন্দ্র অরুণাচলের তাওয়াং

একদিন পরেই অগ্নি–৫–এর সফল উৎক্ষেপণ

আসলে যে কোনো ছুতোনাতায় ভারতকে আক্রমণ করা চিনের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। সীমান্তবর্তী নানা অঞ্চলকে নিজেদের বলে দাবি করতে চিনের মত আর কেই বা পারে। পাকিস্তানের সঙ্গে জোট বেঁধে ভারতকে বিপদে ফেলতে চিন সবসময় মরিয়া। সন্ত্রাস ইস্যুতে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে যতবার কোনঠাসা করার সুযোগ এসেছে ততবার তাকে আটকে দিয়েছে চিন। উদ্দেশ্য ভারতকে দুর্বল করা ও ব্যতিব্যস্ত রাখা। সেই সুযোগে যাতে নানা দুষ্কর্ম চালানো যায়। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে শি জিন পিং যেন আরও মরিয়া। যেন তেন প্রকারেন ভারতের জমি দখল চিনের প্রশাসনিক এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে।

কিন্তু শি বুঝতে পারছে না ১৯৬২ র ভারত আর ২০২২ এর ভারত এক নয়। আজকের ভারত একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তেমনই সামরিক দিক থেকেও অনেকটা স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। এই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী চোখে চোখ কথা বলেন, বুঝিয়ে দেন ভারতের বিদেশনীতি অন্য কারোর মতামতের উপর নির্ভর করে না। দেশের স্বার্থই সেখানে সবচেয়ে বড়। এই বিষয়ে শাসক বিরোধী কোনো মতপার্থক্য নেই।

গালওয়ানের সময় গোঁ ধরে বেশ কিছু দিন বসে থাকলেও এবার পিছু হঠতে দেরি করেনি শি এর আগ্রাসন বাহিনী। এবার চিনের এই বদ মতলবের সরাসরি জবাব দিয়েছে পেন্টাগন। আমেরিকা বলেছে অরুণাচলকে আমরা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই আমরা জানি এবং মানি। তাই চিনের এই আগ্রাসী মনোভাবের দিকে নজর রাখছি আমরা। এমনকি ভারত প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের উল্লেখ করে আমেরিকা সতর্ক করেছে চিনকে। কূটনৈতিক মহলের ধারণা এ হল উত্তরাখণ্ডের আউলিতে ভারত আমেরিকার যৌথ মহড়ার বিরুদ্ধে চিনের প্রতিক্রিয়া।

তবে ভারত আমেরিকা কেউই এই প্রতিক্রিয়ায় ভীত নয়। সেটা বোঝা গিয়েছে চিনের প্রতি আমেরিকার কড়া বিবৃতি ও ভারতের অগ্নি– ৫ মিসাইল উৎক্ষেপন ও সীমান্ত জুড়ে ফাইটার প্লেনের পরিক্রমা দেখে। অগ্নির এই ৫ নম্বর ভার্সান ৫ হাজার ৫০০ কিলোমিটার রেঞ্জের। অর্থাৎ পরমাণু বহণে সক্ষম এই মিসাইলের সাংহাই ধ্বংস করতে লাগবে ১ সেকেন্ড। তবে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী আর দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। তাই চিনের শোধরাবার আশা কম। নিঃশব্দে লোক ঢুকিয়ে একটু একটু করে জমি দখল করাই শি জিন পিং দের অভ্যাস। অরুণাচলের উত্তরে শিগাৎসে বিমানবন্দরে নির্মাণকাজের বহর বাড়িয়েছে চিন। এই বিমানবন্দরে যাত্রীবাহী বিমান ছাড়াও চিনের সামরিক বিমান ওঠানামা করে। এর ফলে চিন্তা বেড়েছে ভারতের। কোনো ষড়যন্ত্র করতে পারে শি। তবে যাই হোক নজর রাখছে ভারত। মনে হচ্ছে উচিত শিক্ষা না পেলে থামবে না চিন।

পাঠকের কলমে

বাজারে নিয়ন্ত্রণ কই

নিত্যদিনের খোলা বাজারে তেল, মশলাপাতি, মাছ, মাংসের দাম আকাশছোঁয়া। সরকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যস্ত। বাজার ঘাট ঘুরে দেখার সরকারি লোকজন সব চলে গিয়েছে শীতঘুমে। আড়তদার আর ফোরে দৌরাত্ম এত বেড়েছে যে খুচরো বাজারে আগুন লেগেছে। অথচ নিয়ন্ত্রণের কেউ নেই। দৈনিক খেটে খাওয়া মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। একদিকে নেতারা চুরি চামারি করে ফুলে ফেঁপে উঠছে আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের রোজগার কমছে। এরপর খেতে না পেলে রাস্তায় নামা ছাড়া পথ নেই। সরকার অপেক্ষা করুক, বিক্ষোভ আসছে। সরকার ঘটা করে বাজারের দাম নিয়ন্ত্রণে টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছে। মাঝে মধ্যে হইচই হলে, মুখ্যমন্ত্রী নড়ে চড়ে বসলে তবে তাদের ঘুম ভাঙে। মরসুমী পাখির মতো দু–একদিন বাজারে ঘুরে ঘারে তারপর আর তাদের পাত্তা পাওয়া যায় না। কলকাতা পুরসভার যে সব বাজার শহর আলো করে রয়েছে তাদের জন্য থাকার কথা মার্কেট ইন্সপেক্টর। এমনকী তাদের অফিসও আছে মার্কেটে মার্কেটে কিন্তু কর্মী আর ইচ্ছার অভাবে কাউকেই পাশে পায় না সাধারণ মানুষ।

অয়ন ভৌমিক
আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে

কল্লোল গুহঠাকুরতা : অবশেষে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন। গত সোমবার ১২ ডিসেম্বর বেলা ১০টা বেজে ৩৫ মিনিটে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির চন্দ্রচূড় সুপ্রিম কোর্টের ১ নম্বর এজলাসে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তকে শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ নিয়েই তিনি গৌহাটি হাইকোর্ট থেকে আগত আর একজন বাঙালি বিচারপতি হৃষিকেশ রায়ের সঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চে বসে যান এবং দুদিনের মধ্যেই গত বুধবার ১৪ ডিসেম্বর দীপঙ্কর দত্ত কলকাতায় হাজরা ল' কলেজ থেকে ১৯৮৯ সালে পাঁচ বছরের আইন কোর্সের প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসাবে ল পাশ করেন, ওই বছরেই কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ২২ জুন ২০০৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন।

এরপর ২৮ এপ্রিল ২০২০ সালে তিনি বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন। সেই সময়ে গোটা বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাসের দাপটে ট্রেন, বিমানসহ সমস্ত পরিবহন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিএ সংক্রান্ত আপীল মামলাটি প্রধান বিচারপতি তাঁদের এজলাসে বিচারের জন্য পাঠান। কিন্তু বিচারপতি দত্ত মাত্র দুদিন আগে শপথ নিয়ে নিজের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা এই বিতর্কিত মামলাটি শুনতে চান নি। তাই তারা এই মামলাটি নিজেদের এজলাস থেকে রিলিজ করে অন্য কোনো বিচারপতিদের এজলাসে তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানিয়ে,এই মামলা সংক্রান্ত ফাইলগুলি তাঁর দপ্তরে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গতঃ, উল্লেখ্য বিচারপতি ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় বিচারপতি দত্ত কলকাতা থেকে গাড়ি চালিয়ে দুহাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসবে কাজে যোগ দেন। অবশেষে, গত ১২ ডিসেম্বর সোমবার সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশক্রমে এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নির্দেশক্রমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন এবং আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি ২০৩০ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকবেন এবং ভারতবর্ষের দ্বিতীয় প্রবীণতম জজ হিসাবে অবসর গ্রহণ করবেন।

ক্ষেতে পড়ে পাকা ধান, পুরুষ মহিলা চাষিরা মোটা টাকার লোভে ভিন রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রামের ক্ষেত পড়ে পাকা ধান। কিন্তু সেই ধান কাটবে কে? উঠেছে সেই প্রশ্ন। কারণ বাংলার চাষীরা এখন পাড়ি দিয়েছে তামিলনাড়ুতে। আর তাই পাড়ার মাঠে পড়ে রয়েছে পাকা ধান। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী, ক্যানিং, জীবনতলা, গোসাবা, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, কুলতলী ও জয়নগর সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর মানুষ প্রতি বছর কাজের জন্য চলে যান তামিলনাড়ু, ব্যাঙ্গালোর, কেরালা সহ বিভিন্ন জায়গাতে। কিন্তু তামিলনাড়ুতে বাংলার চাষীদের কদর বেশি। আর তাই গ্রামে পড়ে না থেকে পাড়ি দিচ্ছেন ভিন রাজ্যে। মূলত ধান চাষের জন্যই এখন তারা রওনা দিচ্ছেন তামিলনাড়ুতে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকাল ট্রেনে করে লোকজন চলেছেন হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশন হয়ে দূরপাল্লার ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে। তারপর সেখান থেকে সোজা ভিন রাজ্যে। এলাকায় ধানের জমিতে পাকা ধান পড়ে থাকতে কেন তারা ভিন রাজ্যে যাচ্ছেন , সেই উত্তরে ক্যানিংয়ের ছোট দুমকীর চাষী শম্ভু সরদার বললেন, ওখানে দেড় মাস কাজ করলে প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা বাড়িতে আনা যাবে। কিন্তু এলাকায় দেড় মাস কাজ করলে ১৪ থেকে ১৫ হাজার টাকার বেশি ঘরে পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে ওখানে থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা জমির মালিকরাই করে দেন। এখানে বাড়ির খেয়ে সব কাজ

করতে হবে। শুধু পুরুষরা নয় চাষের কাজের জন্য মহিলারাও বাড়ি থেকে পাড়ি দিচ্ছেন ভিন রাজ্য। পুরুষদের সাথে তারাও যাবেন মাঠে কাজ করতে। প্রায় ৩০–৩৫ জনের দলে ভাগ হয়ে সকলেই পৌঁছাচ্ছেন ভিন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতে। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই তাদের সঙ্গে তামিলনাড়ু কেরালার বিভিন্ন মালিকদের কথা হয়ে যায়। কতটা জমি তাদের রোয়ার কাজ করতে হবে । আর তার জন্য কতদিন সময় লাগবে। সব কথা ঠিকঠাক হলেই তবেই তারা বাড়ি থেকে রওনা দেন কাজের উদ্দেশ্যে। তবে একবার কোনো মালিকের কাছে কাজ পাকা হলে সেখানেই প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যান এইসব চাষিরা। এ বিষয়ে ভিন রাজ্যের চাষের কাজে যাওয়া মহিলা চাষী অন্ত সরদার বলেন, সুন্দরবনে গ্রামের এলাকায় মহিলাদের ৩০০ টাকার বেশি রোজ দিতেই চায় না জমির মালিকরা। কিন্তু তামিলনাড়ুতে গিয়ে ধান রোয়ার কাজ করলে প্রায় হাজার টাকা বারশো টাকা রোজ হয়। ফলে তাই যেতেই হয়। তাছাড়া এলাকায় কোন কাজ নেই। কয়েকদিনের ধান কাটা শেষ হলেই আর কোন কাজ পাওয়া যাবে না। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার জমি এক ফসলি। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ধান রোয়ার পর তা অগ্রহায়ণ –পৌষ মাসের মধ্যে কাটা সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই ধান এখন পাকতে শুরু করেছে। কোথাও কোথাও কাটাও শুরু হয়ে গেছে। আর তাই সেই ধান কাটার জন্য এখন এলাকার চাষী পাওয়া দুষ্কর। আর তাই ধান কেটে ঝাড়াই মাড়াই করে ঘরে তোলায় লোকের অভাব দেখা দিয়েছে সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে । এমনিতেই জীবিকার জন্য বহু পুরুষ আগে থেকেই কেরালা বা তামিলনাড়ুতে থাকেন। এবার ধান রোয়ার জন্য তাই চাহিদা বেড়েছে সুন্দরবন এলাকার মহিলাদের। সবমিলিয়ে সুন্দরবনের কর্মহীন পুরুষ মহিলারা এখন জীবন জীবিকার তাগিদে ভিন রাজ্যের দিকে তাকিয়ে।

স্বচ্ছতা অভিযানে এনডিআরএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে হরিণঘাটা এনডিআরএফ–এর সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ান ১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পালন করলো পক্ষকাল ব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযান। এই অভিযানে এনডিআরএফ–এর জওয়ানরা সেকেন্ড ইন কম্যান্ড ভি এন পরাশর, ডেপুটি কম্যান্ডান্ট শশী দেও প্রসাদের নেতৃত্বে স্থানীয় ফ্যামেলিয়া স্কুল, কাঁচরাপাড়া রেল স্টেশন, গয়েশপুর লেক, হালিশহরের ডিপ ডাইভিং অঞ্চল এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লাস্টিক ও আবর্জনা পরিষ্কার করেন নিজেদের হাতে। পালন করেন সকাল বেলার জগিং করার সাথে সাথে পরিষ্কার অভিযান 'জগিং অ্যান্ড পিকিং আপ প্লাস্টিক'। এছাড়াও এই ব্যাটেলিয়ন নানা কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে পালন করে 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত অভিযান'।

বার অ্যাসোসিয়েশনের ১৫৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

অর্ঘ্য রায় : ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের ১৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিতাভ শিকদার। উদ্বোধনী করা হলো যার ফলে ধীরে ধীরে আইনজীবিকায় টেকনোলজির দ্বারা পেপাললেস করার পথে এগিয়ে যাব আমরা।

ডায়মন্ডহারবার মহাকুমা আদালতের এডিজি জয়প্রকাশ সিং বলেন ডায়মন্ডহারবার ক্রিমিনাল কোর্ট সব সময় নিরপেক্ষ বিচার যাতে সঠিকভাবে হয় এবং মানুষ যাতে সঠিক গাইডেন্স পান ও তাদের যাতে কোনো অসুবিধার

সংগীত পরিবেশন করেন বার অ্যাসোসিয়েশনের মহিলা আইনজীবীরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের প্রবীণ–নবীন আইনজীবী সহ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যাবৃন্দরা। উদ্বোধনী সংগীত ও বক্তব্যের সমারোহে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছিল ডায়মন্ডহারবার ক্রিমিনাল কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহ। বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি দেবাংশু পান্ডা বলেন অনেক সংগ্রাম করে আমরা আইনজীবীরা এই অ্যাসোসিয়েশনের ঐতিহ্য কে ধরে রেখেছি এবং আজকের পর থেকে এই অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত জায়গায় ফ্রি ওয়াইফাই জোন চালু সম্মুখীন হতে না হয় সেই ব্যাপারটাকে আমরা নজরে রাখি এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের সকল আইনজীবীকেও সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকার অনুরোধও করেন তিনি, সেই সঙ্গে আদালত চত্বরকে ফ্রি ওয়াইফাই জোন এবং কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিকীকরণের দিকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেন তিনি। লোকশিল্পীদের লোকগীতি অনুষ্ঠানকে আলাদা মাত্রা এনে দেয়। আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন ডায়মন্ড হারবারের ক্রিমিনাল কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত সদস্যারা।

আবাস প্লাসের ফর্ম জমা নিমপীঠে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা আবাস যোজনা প্লাসের সার্ভে চলছে সারা রাজ্য জুড়ে। আর বহু মানুষ এই যোজনা থেকে বাদ পড়েছে। সেই সব মানুষের বাংলার ঘরের যোজনায় নাম তুলে দেওয়ার দাবি তুললো। শুক্রবার জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ বিডিও অফিসে গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার এই যোজনায় ঘর না পাওয়া মানুষ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম জমা করলো। আর নতুন হাট, ঠাকুরের চক এলাকার কয়েকজন উপভোক্তা ফর্ম হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে এদিন বলেন,২০১৮ সালে ঘর পাবার জন্য আমরা ফর্ম জমা করি সমস্ত কাগজপত্র সহ। অথচ বর্তমানে ঘরের জন্য যে সার্ভে হচ্ছে তাতে আমাদের নাম নেই। তাই আমরা বিডিও অফিসে নতুনকরে ফর্ম জমা করলাম। এব্যাপারে এদিন বিডিও সৌরভ মাজি বলেন, সরকারি গাইড লাইন মেনে ড্রপ বাক্সে এই বাড়ি সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ মানুষ জানাতে পারে বিডিও অফিসে। আর এদিন এই ফর্ম বিডিও অফিসে থেকে দেওয়া হয় নি। তবে যা জমা পড়েছে সেগুলো উর্ধতন দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ত্রিপল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ভরতগড় গ্রামপঞ্চায়েতের ৭ নম্বর ভরতগড় নিউ বটতলা অমর সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে ১১৫ তপশিলি উপজাতি পরিবারকে ত্রিপল বিতরন করা হয়।পাশাপাশি এলাকার মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয়।প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দি লেপ্রসি মিশনট্রাষ্ট ইন্ডিয়া (প্রমানন্দ মেমোরিয়াল হাসপাতাল) কর্তৃপক্ষ ৬ টি সেলাই মেশিন প্রদান করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন তথা সমাজসেবী বিবেকান্দ পাল, প্রেমানন্দ হাসপাতালের ম্যানেজার মার্ক মলয় আমরস, জেলাপরিষদ সদস্যা তথা শিক্ষিকা শঙ্করী মন্ডল,সমাজসেবী গনেশ সরদার,স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান নলিনীকান্ত সরদার, সমাজসেবী মানিক চন্দ্র মন্ডল সহ বিশিষ্টরা।

ক্যানিংয়ে ইতু পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার বিকালে ক্যানিংয়ের মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পাড়ার কার্গিল মাঠে অনুষ্ঠিত হলো ইতু পুজো। এদিন এলাকার হাসি মিস্ত্রী, ঝুম্পা দেউড়ি, রাখি হালদার সোনামণি কর, দিপালী দাস, সুমিত্রা আউলিয়া,সোনামণি দাস সহ এলাকার শতাধিক মহিলা একত্রিত হয়ে ইতুপুজো করেন। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হলো ইতুপুজো। অগ্রহায়ণ মাসে বাঙালির প্রতি ঘরে আসে নতুন ধান। হয় নবান্ন উৎসব। বাংলার পাড়া গ্রাম এখনও একজোট হয়ে মেতে ওঠেন এই উৎসবে। শুধু নবান্নের স্বাদ পেতেই অনেকে এই সময় বিদেশ বিভুঁই থেকে বাড়িতে ফেরেন। হোলি, খ্রীষ্টমাস, দেওয়ালির ভিড়ে কিন্তু এখনও হারিয়ে যায়নি প্রাচীন গ্রাম বাংলার এই ইতুপুজো উৎসব।

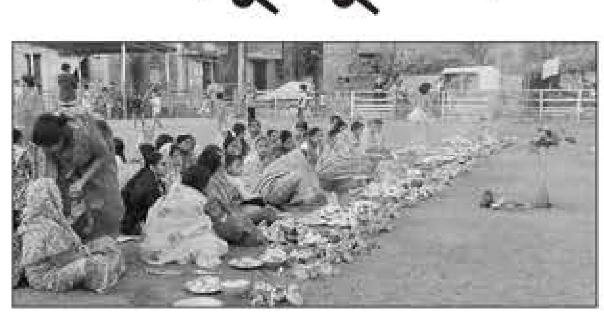

কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তবে শহরে উৎসবের ছোঁয়ায় এখনও হারিয়ে যায়নি গ্রামের নিজস্বতা– ইতু পুজোই যার প্রমাণ। ইতু পুজো বাংলার একটি লোক উৎসব। মূলত শস্যবৃদ্ধির কামনায় অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিটি রবিবার এই পুজো করা হয়। ইতুর আর এক নাম লক্ষ্মী। তবে ইদানিং কালে বাংলার গ্রাম্য দেবদেবীরা যেমন মনসা, ইতু, ভাদু, টুসু, শীতলা দেবদেবীরা আর তেমন ভাবে পুজো পায় না। গণেশ পুজো, বিশ্বকর্মা পুজো সেই জৌলুস কেড়ে নিয়েছে অনেকটাই। আধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে হারিয়ে যেতে বসেছে বাংলার ব্রতকথা। মেয়েরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতু ঠাকুরের পুজো করে থাকেন। ইতু পুজোর নিয়ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত পুজোর নিয়ম।

ইতু শব্দটি মিতু অর্থাৎ মিত্র থেকে এসেছে। মিত্র শব্দের অর্থ সূর্য। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে এবং এই অবস্থানে সূর্যের নাম মিত্র। এই থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে ইতু পুজো শুরু হয়। সুতরাং ইতু পুজো মানে সূর্য পুজো। বাংলার মেয়েরা ইতুকে শস্যের দেবী হিসেবেই পূজা করে থাকে।

মাটি পূর্ণ সরার মাঝে ঘট স্থাপন করতে হয়। আর বাকী অংশে থাকে কলমী, সরষে, শুষনী, মুলো ফুল সহ শাক। এ ছাড়া ধানের বীজ, মানকচুর মূল লাগানো হয়। আর ছোলা মটর মুগ তিল যব সহ আট রকমের শস্যের বীজও ছড়ানো হয়ে থাকে। মূলত মেয়েরা নিজেরাই এই পুজো করে থাকেন। ইতুকে সাধভক্ষণের প্রথাও রয়েছে কোথাও কোথাও। সেদিন নতুন গুড় ও চাল দুধ দিয়ে পরমান্ন তৈরি করে নিবেদন করা হয়। প্রতি রবিবার ফল, মিষ্টি, ধান, খই দিয়েই ইতুর পুজো করা হয়। শেষদিনে নবান্ন থেকে পিঠে পুলি সবই বানানো হয়। এখনও গ্রামে সবাই মিলে ভাগ করে খান সেই প্রসাদ। পুজো শেষে পবিত্র ইতুর ঘট বাড়িতে নিয়ে যায় মহিলারা।

আরপিএফ এর উদ্যোগে হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফেরত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আরপিএফ এর তৎপরতায় ট্রেনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র ফেরত পেলেন এক দম্পতি। ঘটনাটি ঘটছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশনে। জানাগিয়েছে শিয়ালদহ–বজবজ শাখার সন্তোষপুরের বাসিন্দা দম্পতি আইনুস সেখ ও নাচপা বিবি। নাচপা বিবির বাপের বাড়ি ঘুটিয়ারী শরীফের মাকালতলা এলাকায়।মঙ্গলবার রাতে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য সন্তোষপুর থেকে বেরিয়েছিলেন ওই দম্পতি ও নাচপা বিবির মা নাসিমা বিবি। শিয়ালদহ থেকে শীতের পোশাক কেনাকাটা করে রাত আটটার ডাউন ক্যানিং লোকালে চেপে বসেন ঘুটিয়ারী শরীফে আসার জন্য। এরপর ওই দম্পতি ট্রেনের মধ্যে ব্যাগ ফেলে রেখে নেমে যায়।কিছুক্ষণের মধ্যে মনে পড়ে মূল্যবান জিনিসপত্র সহ ব্যাগ ট্রেনের মধ্যে রয়ে গিয়েছি। ততক্ষণে ট্রেন ঘুটিয়ারী শরীফ ষ্টেশন ছেড়ে ক্যানিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে। তড়িঘড়ি টিকিট কাউন্টারে ঘটনার কথা জানায়। ঘুটিয়ারী শরীফ থেকে ক্যানিং আরপিএফ এর সাথে যোগাযোগ করা হয়।

ডাউন ট্রেন ক্যানিং ষ্টেশনে ঢোকার মুহূর্তে ট্রেনের প্রতিটি কামরায় তল্লাশি অভিযান চালায় আরপিএফ। অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হয় ব্যাগ।ব্যাগের মধ্যে বেশকিছু শীতের পোশাক,মূল্যবান কাগজপত্র ও রুপোর গহনা ছিলো। যার বাজার মূল্য প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। আরপিএফ এর তরফে খবর দেওয়া হয় ওই দম্পতিকে। বুধবার সকালে আরপিএফ এর তরফ থেকে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ উদ্ধার করে দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ ও মূল্যবান জিনিসপত্র ফিরে পেয়ে খুশি দম্পতি।

ঘর না পেয়ে বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

সেই সমস্ত পরিবার গুলো যাতে সুযোগ পায় তারজন্য রাজ্য সরকার নতুনভাবে সার্ভে করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অন্যদিকে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রসঙ্গে জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার বলেন তৃণমূল কংগ্রেস গোড়া থেকেই চুরি করছে। তার প্রমাণ প্রকৃত উপভোক্তারা সরকারি প্রকল্পের আবাস যোজনার ঘর পায়নি এবং বঞ্চিত হচ্ছে। পেয়েছে দলের ক্যাডার বাহিনীর লোকজন। প্রকৃত দরিদ্র মানুষজন আজও সেই তিমিরে। যার ফলস্বরূপ সাধারন মানুষ বিডিও অফিসে এবং বিধায়ক কে দেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। সাধারণ মানুষ আজ যেমন বঞ্চিত, তেমনই আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কে তারা বঞ্চিত করে বিসর্জন দেবে গঙ্গায়।

ক্যানিংয়ে পালিত হল সুন্দরবন দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন।এই সুন্দরবন নাম নিয়ে বিরাট মত পার্থক্য দেখা যায়। কেউ কেউ বলে থাকেন সুন্দরী গাছের নাম থেকে সুন্দরবন নাম। বিভিন্ন গবেষকদের মতামত অনুযায়ী সুন্দরবনের প্রথম নাম ছিল শাক দ্বীপ। পরে নাম করণ হয় গঙ্গারিনী। অনেকে বলেন নাম ছিল পৌণ্ড্র বর্ধণ। আর বাংলাদেশে সুগন্ধা নদীর নাম অনুযায়ী সুন্দরবন নাম হয়। অনেকেই বলে থাকেন সুন্দরবনের গাছ,নদীনালা জীবন বৈচিত্রের জন্য সুন্দরবন নাম। এ নিয়ে বিতর্কের যেমন শেষ নেই তেমনই সুন্দরবন দিবস নিয়ে রয়েছে মতপার্থক্য। সরকারী ভাবে ২০১০ সালের ২১ আগষ্ট প্রথম সুন্দরবন দিবস হিসাবে পালন হলে ও পরবর্তীতে ১১ ডিসেম্বর সুন্দরবন দিবস হিসাবে পালন হয়। সুন্দরবনের মোট বনাঞ্চল ১০৮১৩ বর্গ কিমির মধ্যে ৪৭২৬ বর্গ কিমি। ভারতীয় ভূখন্ডের অর্থাৎ সুন্দরবনের ৩৮ শতাংশ ভারতের এবং ৬২ শতাংশ বাংলাদেশের অধীনে। ১৯৮৭ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট(বিশ্ব সম্পদ) ঘোষনা করেন এবং একই বছরে ২৯ মার্চ ম্যান এন্ড বায়োস্ফিয়ার(জীব পরিমন্ডল) ঘোষনা হয়। সুন্দরবনের মোট ১০২টি দ্বীপ,এর মধ্যে ৫৪ টি দ্বীপে জনবসতি এবং ৪৮ টি দ্বীপ নিয়ে ম্যানগ্রোভ বন ও বন্যপ্রাণী। উত্তর ২৪ পরগণার জেলার ৬টি ব্লক ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ১৩ টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন। সবথেকে বেশী দ্বীপ রয়েছে পাথরপ্রতিমা ব্লকে ১৩ টি,গোসাবায় ৯টি,নাখানায় ৫টি,সন্দেশখালিতে ৬টি,হাড়োয়া ব্লকে ৫টি। সুন্দরবনের নদীগুলি লবনাক্ত জলে পরিপুষ্ট। রায়মঙ্গল, হরিণভাঙা, গোসাবা, মাতলা, বিদ্যাধরী, ঝিলা, পিয়ালি, করতাল, ঠাকুরান, সপ্তমূখী, মুড়িগঙ্গা, গাবতল, মৃদঙ্গভাঙা, আজমলমারি, ঢুলিভাসানি, চুলকাটি, বেলেডোনা, পেইলি, হেড়োভাঙা, মনি, বেনিফেলী, গোমর নদীগুলি জোয়ারের জলে পুষ্ট। ১৫৫৮ সালের ৬ মে থেকে ৩১ জুলাই ২০১৫ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের উপর ৩০ বার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। উল্লেখ্য ১৫৫৮ সালে ৬মে টানা পাঁচঘন্টা দমকা ঝড়ে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় ৫লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আবার ২৫মে ২০০৯ সালে আয়লায় ১১০ কিমি বেগে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবনের ৩৫০০কিমি নদী বাঁধের ৭৭৮কিমি নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ১৭৮কিমি নদীবাঁধ পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৯০৩ সালে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডেভিড প্রেইন সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ গাছের উপর গবেষণা করেন। তার তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বের ৫০ টি বৃক্ষজাতীয় ম্যানগ্রোভ রয়েছে এর মধ্যে সুন্দরবনে ২৪ টি রয়েছে। এছাড়াও ১৬৫ টি শৈবাল, ১৩ টি উদ্ভিদ রয়েছে এই সুন্দরবনে । সুন্দরী, কাঁকড়া, ধুঁদুল, গরাণ, কেওড়া, গর্জন, কৃপা, তোড়া,ওড়া, পশুর, হেতাল প্রভৃতি গাছ রয়েছে।

রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, মেছো বিড়াল, বনবিড়াল, হরিণ, শুয়োর, ভোঁদড়, শুশুক, কুমীর, কচ্ছপ, খেঁকশিয়াল, তাড়খেল, স্বর্ণ গোধিকা, বিভিন্ন প্রজাতির বিষধর সাপ কালাচ, কেউটে, শঙ্খচূড় এবং বাজ, পেঁচা, নীলকণ্ঠ, মোহন চূড়া,শামুখ খোল,গাঙচিল, ডাহুক সহ না প্রজাতির জীবজন্তুর বসবাস সুন্দরবনে। বৈজ্ঞানিকদের দাবী বিশ্ব উষ্ণায়নের কবলে পড়ে সুন্দরবন ধ্বংসের পথে। সেই

সুন্দরবন কে অক্ষত রাখতে পালন করা হয় সুন্দরবন দিবস। রবিবার সকালে সুন্দরবনকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিংয়ে পালিত হল সুন্দরবন দিবস। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কুইজ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা।এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন করে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিমা মিস্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস,জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,তপন সাহা,মাতলা ১ ও ২ পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই,উত্তম দাস,বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ক্ষীতিশ বিশাল সহ বিশিষ্টরা।

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 9, 17 December - 23 December, 2022

মহানগরে

সবুজায়নে কর্পোরেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : শহর কলকাতায় বায়ুদূষণের মাত্রা কমাতে ও সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে কলকাতা পৌর এলাকায় আরও বেশি করে সবুজায়ন তৈরির জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এ ব্যাপারে বেসরকারি সংস্থাগুলি তাদের আগ্রহের কথা জানালে কলকাতা পৌর এলাকার কোন্ কোন্ এলাকায় সংস্থাগুলি সবুজায়ন করতে ইচ্ছুক সে ব্যাপারে পৌর কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে বলে মহানাগরিক জানিয়েছেন। এজন্য কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে একটি 'এক্সপ্রেস অফ ইন্টারেস্ট' (ইওআই) ছাড়া করা হবে। কলকাতার কর্পোরেট সংস্থাগুলি তাদের সিএসআর'র (কর্পোরেট সোসাল রেসপন্সিবিলিটি) টাকায় কলকাতায় সবুজায়নের কাজ করতে পারে। তবে সেখানে তাদের বা অন্যদের বিজ্ঞাপন লাগানো নিষেধ। কলকাতায় পেট্রোল ও ডিজেল চালিত গাড়ির সংখ্যা নিত্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতায় বাড়িঘরের সংখ্যা বাড়তে থাকায় বায়ুদূষণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্যই কলকাতাকে সবুজায়নের মাধ্যমে দূষণমুক্ত করার দায়িত্ব কেবল কলকাতা পৌরসংস্থার একার নয়, এই দায়িত্ব সকলের বলে ফিরহাদ হাকিম মন্তব্য করেন। নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ম মেনে গাছ লাগিয়ে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই কলকাতার বিভিন্ন সংস্থা(আই লাইভ ক্যালকাটা এমন সংস্থা) শহরের সবুজায়ন বৃদ্ধি দায়িত্ব নিয়েছে।

রেস্তোরাঁর আড়ালে হুক্কাবারে কীসের ট্রেড লাইসেন্স?

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থা যে ২২১টি ট্রেড'র লাইসেন্স দিতে পারে, তার মধ্যে কী হুক্কাবারের কথা উল্লেখ আছে? যদি না থাকে তাহলে সেই লাইসেন্স বাতিল হবে কীভাবে? আর যদি লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে কোন্ যুক্তিতে তা রাখা হয়েছিল? কলকাতা পুরসভার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড পুরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে ১৪ ডিসেম্বর মাসিক পুর অধিবেশনে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রস্তাবে বলেন, কলকাতা পুরসংস্থার আধুনিকমান অঙ্গ হিসাবে ট্রেড লাইসেন্স বর্তমানে সম্পূর্ণ রূপে অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে। আর তার সুযোগ নিয়ে কোনও কোনও রেস্টুরেন্টের লাইসেন্স নিয়ে 'সাফিস্তে' হুক্কাবারের উল্লেখ করে বারের রমরমা ব্যবসা করছে। সেজন্যই বিশ্বরূপ দে পুরসভার কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাবে বলেন, ট্রেড লাইসেন্সের কাজ অনলাইনে হলেও তা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য লাইসেন্স ডিপার্টমেন্টের একটা নজরদারি থাকা প্রয়োজন। হুক্কাবার বন্ধের নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও হুক্কাবার কোথাও বন্ধ হয়নি। বিশ্বরূপ দে বলেন, আমি অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে বলছি, তারা স্থানীয় পুলিশকে পয়সা দিয়ে অন্যভাবে তারা হুক্কাবার চালাচ্ছে। কিন্তু পুরসভা তো বারে'র লাইসেন্স দিচ্ছে, তাহলে হুক্কাবারের লাইসেন্স দেওয়াতে নৈতিক আপত্তি কোথায় আছে। কারণ বিদেশেও হুক্কাবার চলছে। কিন্তু আমাদের এখানে হুক্কাবার বন্ধের নির্দেশ জারি হয়েছে। কিন্তু ১০০ শতাংশ বন্ধ হচ্ছে না।

প্রস্তাবের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমাদের কাজ সমাজের যেটা খারাপ, সেটা আটকানো আর সমাজের যেটা ভালো হবে, সেটাকে আরও বেশি বেশি করে উৎসাহ দেওয়া। এটা আমাদের কর্তব্য। আমাদের দেখতে হবে দু'চার জন লোক উৎকোচ নিয়ে খারাপ দিকটায় উৎসাহ দিয়ে অন্যায় করলো। তা বলে আমাকেও সেটাকে 'রেগুলারাইজ' করতে হবে। এটা ঠিক নয়। আমাকে দেখতে হবে, এটাতে পরের প্রজন্মের ভালো হবে, না খারাপ হবে। রোজকারটা বড়ো বিষয় নয় বলে মহানাগরিক জানান। তিনি আরও জানান, ছোটোদের পিতামাতারা কী চাইছে। আমাদের সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কী চাইছে। হুক্কাবার সমাজের জন্য ভালো না খারাপ। আমি যতোটুকু জেনেছি, এটা সমাজের জন্য খারাপ। কারণ এই হুক্কাবারে যে কেমিকেলটা ব্যবহার করা হয়, তা যতো বেশি 'ইনহেল' করা হয়, ততই ইয়াং লাংসের পক্ষে ভালো ক্ষতিকর। আর আমাদের ট্রেড লাইসেন্সে যে ২২১টি আইটেম আছে, তাতে হুক্কাবার নেই। ব্যবসায়ীরা নিচ উদ্যোগে কোথাও কোথাও হুক্কাবার বসিয়েছে। তা বলে পুরসভা তাতে ট্রেড লাইসেন্স দেয়নি। আপনার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের যেখানে যেখানে হুক্কাবার ও চোলাইয়ের ঠেক চলছে, তার নির্দিষ্ট ঠিকানা গুলো আমাকে দিন, আমি পুলিশ কমিশনারকে দেবো। সেগুলো দ্রুততার সঙ্গে বন্ধ করার জন্য।

তিন মাস ফাইল আটকালে সাসপেন্ড

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার তিন কর্মচারীকে সাসপেন্ড করা সত্ত্বেও এ খবর অন্যান্য কর্মচারীদের কানে যাওয়া সত্ত্বেও কিছু কর্মচারী ফাইলে থাকা জটিল কাজের কারণে এখনও তিন মাসের অধিক সময় ধরে একাধিক ফাইল আটকে রাখছেন। টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফাইল আটকে রাখার অভিযোগ পেয়ে মহানাগরিক পৌর মহাধ্যক্ষের কাছে আবার সাসপেন্ড করার প্রস্তাব রাখেন। কোনও কর্মচারী এক মাস ফাইল আটকে রাখলে শোকজ করার অনুরোধ করেন। আর তিন মাসের অধিক আটকে রাখলে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব রাখেন। টক টু মেয়র অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম নিজের থেকেই বলেন, আমাদের অনেক কর্মচারী রয়েছেন যারা সাধারণত অনেক জায়গায় অনেক কিছু বুঝতে পারেন না। যেমন আজই একটা ফোন এসেছে, যেখানে এইচ লেখা আছে। এই এইচ মানে সাধারণ ঠিকা। কিন্তু ঠিকা টিডারমিনেশনের আগে সে মিউটেশন দিতে পারবে কী না, সেটাই বুঝতে পারে না। আর তার ফলে একজন কর্মচারীর কাছে একটা ফাইল তিন মাস ধরে আটকে আছে। কিন্তু ওই ফাইল আটকে থাকার কথা না। নিয়মানুযায়ী, আমি যদি না বুঝতে পারি। তবে আমি আমার উর্ধতন আধিকারিকের কাছে ফাইলটা পাঠাবো। সেও না বুঝতে না পারলে, তিনি যুগ্ম মহাধ্যক্ষের কাছে ফাইলটা পাঠাবেন। আবার যুগ্ম মহাধ্যক্ষ ফাইলটা না বুঝতে পারলে, তিনি মহাধ্যক্ষের কাছে পাঠাবেন। আর মহাধ্যক্ষও না বুঝতে পারলে মহানাগরিকের কাছে ফাইলটা পাঠানোর কথা। আটকে থাকা ফাইলটির বিষয়ে কিছু একটা তো করতেই হবে। আর কর্মচারীরা কী করে জানেন, বুঝতে পারিনি ঝামেলার কাজ আছে, ফাইলটা আটকে রেখে দিই। মহানাগরিক আরও জানান, এই ঘটনার জন্য আমার বক্তব্য, কোনও ফাইল কোনও কর্মচারীর কাছে একমাসের বেশি সময় যদি থাকে, তাহলে তাকে শোকজ করুন। আর তিনমাস যদি ফাইল পেন্ডিং থাকে, তাহলে সে কেন সাসপেন্ড হবে না? এটা আমি পৌর মহাধ্যক্ষকে প্রস্তাব দিলাম। ওনাদের এক্সিকিউটিভ' অর্ডারের' বিষয়। আমি জানি না, বুঝতে পারছি না, সেজন্য আমি ফাইলটা রেখে দিলাম। কেন আমি ফাইলটা আটকে রাখবো? আমার কাজ হল, টেবিলের সব ফাইল যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে দেবো। মাসের পর মাস এক টেবিলে ফাইল আটকে রয়েছে। আর পৌরবাসীরা দিনের পর দিন কলকাতা পৌরসংস্থার দফতরে চক্কর কাটছেন। কাজ না এগোনোয়। প্রসঙ্গত, মহানাগরিকের পরামর্শে এক ব্যক্তি পৌরভবনে এসে ফাইল জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘটনা হল, তিন মাস আগে জমা দিলেও ফাইল একই জায়গা আটকে রয়েছে। প্রসঙ্গত, মিউটেশনের ফাইল আটকে রাখায় সম্প্রতি কর মূল্যায়ন ও রাজস্ব দফতরের তিন আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। গত ২ নভেম্বর প্রথমে ওই ৩ আধিকারিককে শোকজ করা হয়েছিল, আর ২৫ নভেম্বর তাদের সাসপেন্ড করা হয়। তবুও সতর্ক হচ্ছেন না পৌর আধিকারিকরা।

লেন্স বার্তা

আসছে বছর শেষের বড়ো দিন, বাড়ছে পর্যটক,তার ই মধ্যে জ্বলছে না প্রধান বাতি স্তম্ভের আলো। মন্দারমনিতে। ছবি : অভিজিৎ কর।

হাওয়া প্রদর্শনের আগে চঞ্চল চৌধুরীর সাথে চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ার পার্সন ও পরিচালক রাজ চক্রবর্তী এবং শ্রীজিৎ মুখার্জী। ছবি : বুদ্ধদেব মিত্র

বিশ্ব মেলে বায়োস্কোপে

সিনেপ্রেমীদের ঢল নেমেছে নন্দন চত্বরে।

প্রিয়ম গুহ : নয় রসে টইটুম্বুর হয়ে শীতের আমেজে এবছর ২৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে উদ্বোধন ঘটে গেল ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে এক ঝাঁক তারকাদের হাত ধরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে মঞ্চ আলো করে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ডিভি আনন্দ বোস, সিনেমা জগতের বিগ বি বাংলার জামাই অমিতাভ বচ্চন, ধন্যি মেয়ে জয়া বচ্চন, রানী মুখার্জি, শাহরুখ খান, মহেশ ভাট, রঞ্জিত মল্লিক, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, সোহম, বাংলাদেশের চঞ্চল চক্রবর্তী, আবীর সকলের দাদা সৌরভ, উৎসবের দুই জুড়ি লতিকা পাটগাওকার এবং সুইদিক বরম্যাক, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী সহ কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সকলের মুখেই এই উৎসবের সূচনা লয়ে উৎফুল্লতায় বাংলার এই চলচ্চিত্র উৎসবকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানায়। দু বছর ধরে তেমনভাবে চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়নি খুবই অনাড়ম্বরে সারতে হয়েছিল। ২৭তম চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এ বছরেরই মে মাসে। তাই সিনেপ্রেমীরা শীতের আমেজে এ বছর আরেকটি চলচ্চিত্র উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারছে। সকলেই সিনেপ্রেমীদের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত উৎসবে গা ভাসিয়ে দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শাহরুখ খান তার বক্তব্যে বলেন, সিনেমার জগৎ শুধু নয় বাঙালি ও বাঙলা তার কাছে অতি প্রিয় তাই আমন্ত্রণ পেলেই তিনি আসবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন। অমিতাভ বচ্চন তার ভাষণে সারা বিশ্বের সিনেমার জগতের এক ইতিহাস তুলে ধরেন। তুমুল অভিজ্ঞতার সাক্ষী বাংলার জামাই সিনে প্রেমী এবং চলচ্চিত্রের সাথে যুক্ত সকলের কাছে সিনেমার ইতিহাসকে কয়েক মুহূর্তের জন্য সচল করে তোলেন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। উঠে আসে মানিকদা থেকে হৃষিকেশ মুখার্জীর কথাও।

এ বছর অমিতাভ বচ্চনের ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে সম্মান জানাতে তাঁর অভিনীত ৯টি সিনেমা দেখানো হবে চলচ্চিত্র উৎসবে। ১৫ তারিখ হৃষিকেশ মুখার্জীর 'অভিমান' দিয়ে শুরু হল চলচ্চিত্র উৎসব। তাঁকে নিয়ে এক প্রদর্শনীও গগনেন্দ্র প্রদর্শনালয় এবং নজরুল তীর্থতে এই সাত দিন ধরে দর্শকের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ভাষণে সকলের উপস্থিতির জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং অমিতাভ বচ্চনকে 'ভারতরত্ন' হিসাবে সম্বোধন করেন।

নন্দন–১, ২ ও ৩, রবীন্দ্রসদন, শিশিরমঞ্চ, রাধা স্টুডিও, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, নজরুল তীর্থ ১ এবং ২ তে প্রদর্শিত হবে সকাল থেকে রাত অবধি দেশ বিদেশ সহ ভারতের সিনেমা। প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা চলচ্চিত্র উৎসবে থাকছে সিনে আড্ডা, যা অনুষ্ঠিত হবে নন্দন–রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণের একতারা মঞ্চে। বাংলা আকাদেমি সভাঘরে থাকছে টক শো এবং মাস্টার ক্লাস। এছাড়া ১৮ ডিসেম্বর বিকাল ৪টে থেকে শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা। বক্তৃতা দেবেন সুধীর মিশ্র। বাংলাদেশের হাওয়া সিনেমারও বিশেষ প্রদর্শনী রয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। নন্দন–৩এ তথ্য সম্ভার নিয়ে উপস্থিত থাকবে বহু তথ্যচিত্র এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিও। ফ্রান্স, ইউএসএ, বেলজিয়াম, রাশিয়া, সিরিয়া, জার্মানি,স্পেন, আর্জেন্টিনা, ইরান, সাউথ কোরিয়া, ব্রাজিল, ফিলিপিন্স, কোস্টারিকা, ইউক্রেন, স্লোভাকিয়া, মরক্কো, ফিনল্যান্ড, পর্তুগাল, পাকিস্তান, চিলি, সুইডেন, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ইউএসএ, এস্টোনিয়া, কিজিকিস্তান, তাজিকিস্তান, জাপান, বাংলাদেশ, সুইটজারল্যান্ড, গ্রীস সহ ভারতের অসংখ্য ছবি সহ তথ্যচিত্র স্থান পেয়েছে এই চলচ্চিত্র উৎসবে। এছাড়াও এ বছর খেলা সংক্রান্ত কিছু ছবিও দেখানো হবে থাকছে বিভিন্ন ভাষা তথা সাঁওতালি, অলচিকি, সংস্কৃত সহ অন্যান্য ভাষার ছবিও। এই সাতদিন সকলের ঠিকানা হোক নন্দন চত্বর।

১৬ ডিসেম্বর গগণেন্দ্র প্রদর্শনালয়তে অমিতাভ বচ্চনের জীবন নিয়ে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক গাঙ্গুলি, জয়া বচ্চন, রাজ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা।

বাংলাদেশ বিজয় দিবসের দিনই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হলো বাংলাদেশের সম্প্রতিকালের জনপ্রিয় ছবি হাওয়া। এদিনই এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক মেজবুর রহমান সুমন, প্রযোজক অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু, অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী হাওয়া সিনেমা তৈরির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। উৎসবের পর খুব শীঘ্রই কলকাতার বিভিন্ন হলে মুক্তি পেতে চলেছে এই সিনেমাটি।

বাংলা সিনেমায় নবাগত পরিচালক রাতুল মুখার্জীর পরিচালনায় ইকির মিকির সিনেমাটি দেখানো হলো রবীন্দ্রসদনে। তার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক এবং রূপাঞ্জনা মিত্র ও সৌরভ দাস সহ অন্যান্য কলাকুশলীরা।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু দত্ত

এখানে ওখানে

অধিকারের শব্দে উজ্জ্বল কবিতা

১০ ডিসেম্বর সারা পৃথিবী জুড়ে যখন চলছে মানুষের অধিকার নিয়ে নানা আলোচনা - সমীক্ষা - সম্মানের নানান মঞ্চ উপস্থাপনা, ঠিক সেই মহেন্দ্রক্ষণে অধিকার বেঙ্গলে'র মতো এক মানবাধিকার সংগঠন আয়োজন করল এক মানে–সম্মানের অনুষ্ঠান। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে থাকা নেতাজী মূর্তির দিকে মুখ করা মঞ্চ থেকে এদিন সকল বক্তাদের মুখেই মানবাধিকারের ভাষায় ছিল যেন প্রতিবাদের ভাষা। আর তারই আবহে যেন প্রকাশ পেল বাংলার এক প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সুরকার শিক্ষয়িত্রী দীপশ্রী সিনহার কলম থেকে এক অনন্য কবিতা। দিনের আলো শেষ হওয়ার মুহূর্তে দীপশ্রীর স্বরচিত কবিতা পাঠ থেকে প্রখ্যাত সুরকার শিল্পী তাপস রায়ের গান, সমাজকর্মী টুম্পা কয়াল, আইনজীবী সূর্যনাথ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বক্তার বক্তব্যে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এদিনের মঞ্চটি। অধিকার বেঙ্গলে'র পক্ষ থেকে সভানেত্রী রীণা দাস গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন, দীপশ্রী ও টুম্পাদের মঞ্চ উপস্থাপন আগামী দিনে নারীর আপন অধিকারের ভাষাকে বলিষ্ঠ করতে সক্ষম হবে। যদিও এদিন মঞ্চে ও এই কর্মযজ্ঞে রামজি ভট্টাচার্য, অমিতাভ বাসু, পুলক দাস, অরুণিতা চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য আধিকারিকদের প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে। অধিকার বেঙ্গলে'র এই প্রয়াস অসহায় মানুষকে অনেক সাহস জোগাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

সীমান্ত পথে দেশপ্রেমের সাইকেল র‍্যালি

স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তীবর্ষে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিএসএফ–এর সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের পক্ষ থেকে এক সাইকেল র‍্যালি আয়োজিত হয়। গত ১ নভেম্বর আগরতলা থেকে যাত্রা শুরু করে র‍্যালিটি ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত পথ ধরে ২১ ডিসেম্বর কলকাতায় পৌঁছবে। পথে বিএসএফের এই সাইকেল র‍্যালিটি কলকাতায় পৌঁছানোর পথে বাগদা ব্লকে কর্মরত ৬৮ ও ১০৭ নম্বর ব্যাটেলিয়নের আতিথেয়তা গ্রহণ করে। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন শহর সহ সীমান্ত এলাকায় স্কুলের শিশু, এনসিসি, স্বেচ্ছাসেবক ও যুবকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। র‍্যালিটির লক্ষ্য হল, যুব সম্প্রদায়কে বিএসএফে যোগদানে আকৃষ্ট করা ও জাতীয় সংহতি সম্পর্কে সচেতন করা। ৮ ডিসেম্বর, সাইকেল র‍্যালি টিমটি ৬৮ ব্যাটেলিয়নের অধীন বিওপি ইছামতীর এলাকায় প্রবেশ করে। সেখানে বিএসএফের হেড কোয়ার্টার কৃষ্ণনগরের ডিআইজি সঞ্জয় কুমারের নেতৃত্বে ৬৮ নং ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে সাইকেল র‍্যালি টিমকে স্বাগত জানানো হয়। সেখান থেকে মশ্যমপুর হয়ে র‍্যালি টিমটি ১০৭ ব্যাটেলিয়নের অধীন দুটি বিওপিতে পৌঁছালে সেখানেও আনুষ্ঠানিকভাবে টিমটিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ডানা মেলে ইচ্ছেরা

১১ ডিসেম্বর শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও হিন্দ সংঘের যৌথ উদ্যোগে চেতলার হিন্দ সংঘ প্রাঙ্গণে একদিনের শিশু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ ছিল ছবি আঁকা নাচ গানের সাথে সাথে ইচ্ছে ডানা মেলে উড়ে চলা। ছোট ছোট শিশুরা অংশগ্রহণ করেছিল এর সাথে সাথে বিশেষ শিশুরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। তারা প্রমাণ করে সকলের সাথে মিলে তারাও এগিয়ে যেতে পারে। সকলের সাথে সমান তালে আঁকার খাতা রঙিন করেছে তারা। একসাথে নাচ, গান আবৃত্তিতেও যে তারা পারদর্শী তাও প্রমাণ করেছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিশেষ অতিথিরূপে বিখ্যাত চিত্রকর মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। সকল শিশুদের হাতে রঙ আঁকার খাতা পেনসিল তুলে দেন শারদীয়ার পক্ষ থেকে সুমা বিশ্বাস, সৌমেন কুমার সাহা, প্রিয়াংকা দাস, দেবপ্রিয়া ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন হিন্দ সংঘের পক্ষ থেকে সভাপতি প্রণব গুহ, সহ সভাপতি সমীর দে, সম্পাদক নন্দগোপাল ঝাঁঝ, ক্রীড়া সম্পাদক শ্যাম ভট্টাচার্য সহ কৌনিশ, শ্রীদীপ, কৃষ্ণেন্দু, শুভম সহ সকল যুব সদস্যরা। খুদে শিল্পীদের হাতে বাসন্তী গুহ স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেন তার সুযোগ্যা কন্যা শর্মিষ্ঠা ঘোষ, শোভারাণী সরকার স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেন তার কন্যা চৈতালী গুহ, স্বরাজরঞ্জন রায় স্মৃতি পুরস্কার দান করেন তাঁর স্ত্রী শ্যামলী রায় এবং সকলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তাঁর দিদি নিলিকা রায় এবং রেণুকা রায়। এছাড়াও আভারাণী ঘোষ তার স্বামী বীরেন্দ্রনাথ ঘোষের স্মৃতিতে পুরস্কার দান করেন এবং শ্রেষ্ঠা রায়গুপ্ত তার মা সুচেতা রায়গুপ্তের স্মরণে পুরস্কার দান করেন। গানে–নাচে–হুল্লোড়ে, আঁকার আঁকিবুকিতে দিনটা কাটে আনন্দের সাথে। সব শেষে ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা এবং নোবেল মিশন যারা বিশেষ শিশুদের নিয়ে কাজ করে চলেছে এবং আমাদের ডাকে সেইসব শিশুরা এখানে অংশগ্রহণ করেছে সেই দুই সংগঠনকেও ধন্যবাদ জানান মহিলা সদস্য সাথী দে।

বেগম রোকেয়ার মৃত্যু বার্ষিকী পালন

শুক্রবার ৯ ডিসেম্বর হুগলি মা মিশন আশ্রমে নবম বর্ষ বেগম রোকেয়া সাখওয়াত হোসেনের ১৪০তম জন্মদিবস ও ৯১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হল। ১৮৮০ সালে বাংলাদেশের রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন রোকেয়া। তিনি ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রয়াত হন। স্বাধীনতার আগে বাংলার নারীশিক্ষা ও জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ তিনি। পাশাপাশি নারীদের স্বনির্ভর করে তোলাই উদ্দেশ্য ছিল বেগম রোকেয়ার। এর জন্য তাঁকে বিভিন্ন সময় বাধার মুখেও পড়তে হয়। এমনকী কলকাতায় তাঁর মরদেহ কবরস্থ করতেও বাধা দেওয়া হয়। সেই সময় তাঁরই এক আত্মীয় পানিহাটিতে তাঁর নিজের বাড়িতে তাঁকে সমাধিস্থ করেন। মা মিশন আশ্রমের কর্ণধার কার্তিক দত্ত বণিক বলেন, রোকেয়া ওপার বাংলার বাঙালি মুসলমান। ওই দেশে জন্মগ্রহণ করেন। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীমুক্তির আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন রোকেয়া। অনুষ্ঠানে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলকে সম্মানিত করা হয়। স্কুলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষিকা শুভ্রা ভট্টাচার্য। সোনারপুর স্বর্ণদ্বীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষে সম্পাদক শ্রীমন্ত বোধক ও রীনা মণ্ডল একইভাবে তাঁদেরও সম্মানিত করা হয়। ছিলেন তন্দ্রা চ্যাটার্জী ও অভিনন্দন চ্যাটার্জী, মাহেশের ডাক্তার সুমন বণিক, বন্দনা বণিক, রামকৃষ্ণ শিক্ষা নিকেতন স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতম নন্দী। চুঁচুড়া রবীন্দ্রনগর অনুকূল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হাসমত আলি বেগম রোকেয়ার সাখওয়াতের জীবন সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ব বাংলা সাহিত্য মঞ্চের যুগ্ম সম্পাদক সহদেব দলুই ও অর্ণব দত্তকে সম্মানিত করা হয়।

মাঙ্গলিকী

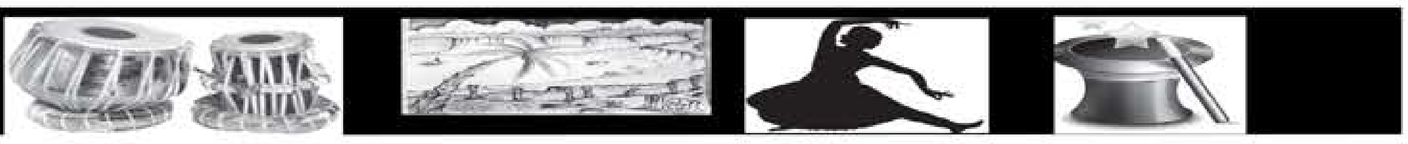

পেশাদারী মঞ্চের বাংলা নাটকের দেড়শো বছর পূর্তি উৎসব

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বাংলা নাটকের ১৫০ বছর পূর্ণ হলো এই পুণ্য লগ্নে বঙ্গ নাট্য সংহতি ৬ ডিসেম্বর ২০২২ তপন থিয়েটারে সন্ধ্যা ৬টায় এই স্মরণীয় দিনটিকে মহা সাড়ম্বরে উদযাপিত করলো।

গিরিশ বাবুর বাড়ি থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে রাসবিহারীর নাটকের পীঠস্থান মুক্তাঙ্গণ রঙ্গালয়ে এসে তপন থিয়েটশরে শেষ হয়। ইংরেজি বাদ্য তৎসহ সানাই তবলার ঐকতান বাদ্য সহকারে নানা রকম সাজে সজ্জিত হয়ে নাট্যকর্মীরা মিছিলে অংশ নিল আনন্দ চিত্তে (১৮৭২–২০২২)।

কালী, দুর্গা, শিব, সীতা, হনুমান ইত্যাদি সাজে বহুরূপী শিল্পীরা পা মেলালেন। ধামসা মাদল সহ সাঁওতাল রমনীদের নৃত্য একটা আলাদা মাত্রা যোগ করে। বিভিন্ন দলের নাট্য শিল্পীবৃন্দের উপস্থিতিতে তপন থিয়েটার একেবারে জমজমাট। ঝাড়বাতির আলোর রোশনাইয়ে একেবারে উৎসবের মেজাজ। উপস্থিত নাট্য ব্যক্তিত্ব বর্গের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে নাট্য নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ মুখার্জী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, দেবাশিস মজুমদার, প্রকাশ ভট্টাচার্য, সীমা মুখার্জী, অরূপ রায়, তপতী ভট্টাচার্য, শেখর চক্রবর্তী, তপন জ্যোতি, বিলু দত্ত, সুরজিৎ বন্দোপাধ্যায়, ভদ্রা বসু , অসিত বসু, সঙ্গিতা পাল (চুমকি) অংশমান, কিশোর সেনগুপ্ত, সৌমিত্র মিত্র, সৌমেন রায় চৌধুরী, সুমনা চক্রবর্তী, চন্দন দাস, অশোক মুখোপাধ্যায়, দেবরাজ রায়, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, লিলি চক্রবর্তী, মাধবী মুখার্জী, রত্না ঘোষাল, মামনুর রসিদ (বাংলাদেশ) দুলাল লাহিড়ি, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, আনন্দলাল, আলোকশিল্পী ভানু বিশ্বাস, শব্দযন্ত্রী হিমাংশু পাল, অজিত রায় (মঞ্চ শিল্পী) এবং মহঃ আলী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দলের অগণিত নাট্যকর্মীবৃন্দ।

১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ দিয়ে নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের প্রফেশনাল মঞ্চ বা পেশাদারী মঞ্চের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে একে ব্যবসায়িক থিয়েটার বাণিজ্যিক থিয়েটার বা বোর্ড থিয়েটার ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

১৫০ বছর আগে চিৎপুরের সান্যাল বাড়ি (ঘড়ি বাড়ি) ভাড়া নিয়ে মাসিক ৪০ টাকায় ভাড়া নিয়ে শুরু ন্যাশনাল থিয়েটার। সাধারণ দর্শক টিকিট কেটে নাটক দেখতে আসে। টিকিটের দাম ২ টাকা, ১ টাকা, আট আনা। বাংলার নিজস্ব ব্যবসায়িক থিয়েটারের পথ চলা শুরু হল। তবে একথা উল্লেখ করা দরকার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এদের একজন পূর্বসূরি ছিলেন। একজন বিদেশী রুশ নাগরিক গেরোসিম–লেবেদভ সাহেব। ১৭৯৫ সালে এজরা স্ট্রিটে একটা নাট্যমঞ্চ নির্মান করেন তাতে অভিনিত হয় কাল্পনিক সংবদল। ইংরেজি নাটকের বাংলা রূপান্তর। একদিন সেই মঞ্চ আগুনে পুড়ে যায়। বহু চেষ্টা চরিত্র করেও তিনি আর মঞ্চাভিনয়ের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি। তারপর তিনি হতাশ হয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

বঙ্গ নাট্য সংহতি (১৮৭২-২০২২)

সেই থেকে কালে কালে স্টার তিয়েটার, রঙমহল, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, বিশ্বরূপা, মিনার্ভা, রঙ্গনা, সারকারিনা, বিজন থিয়েটার, প্রতাপমঞ্চ স্থাপিত হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে। মূলতঃ বাণিজ্যিক কারণেই ব্যবসায়ীরা মঞ্চ নির্মাণে টাকা ঢালতে এগিয়ে আসেন।

এইভাবেই গড়ে উঠেছিল বাঙালির ব্রডওয়ে থিয়েটার উত্তর কলকাতার হাতিবাগানকে কেন্দ্র করে।

দেবজিৎ বন্দোপাধ্যায়ের নাটকের গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথম কার্য বিবরণী পাঠ করলেন সঞ্চালক মেঘনাদ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন সারা বছর ধরে এই উৎসব চলবে।

স্বাগত ভাষণে অরুণ মুখার্জী বললেন বঙ্গনাট্য সংহতি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করার জন্য বিভাসের মাথায় এটা প্রথম আসে। তারপর আমরা সকলে যোগ দিই। আমরা প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা এ যাবৎ সাহায্য করতে পেরেছি দুঃস্থ নাট্য কর্মীদের জন্য। কিন্তু বর্তমানে আমরা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছি।

বিভাস চক্রবর্তী বললেন– থিয়েটারে প্রথম বিপ্লব ঘটালো ১৮৭২–এর সন্ধ্যায়। আমরা সমবেত হয়েছি পূর্বজদের সম্মান জানাতে। সেদিন নারী নাটকে বর্জিত ছিল ফলে পুরুষকেই নারী চরিত্রে অভিনয় করতে হতো। ১৮৭৩ আর একটি বিপ্লব ঘটলো। বেঙ্গলি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা। মাইকেল মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক দিয়ে শুরু হয় বেঙ্গলি থিয়েটার। নাটকের প্রয়োজনে মাইকেল শ্যামা, গোলাপ, এলোকেশী ও জগত্তারিণী এই চারজন বারাঙ্গনাকে নাটকে অভিনয়ের জন্য যোগদান করান। নাটকে নারীদের দরজা খুলে গেল। মাইকেলকে একটা প্রণাম জানাই। মামনুর রসিদকে ধন্যবাদ নীলদর্পণ নাটকটি ৭ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ করার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। বর্তমান থিয়েটার ও ক্লিষ্ট, নাট্যজনেরা গুণীজনেরা ভেবে দেখবেন।

মামনুর রসিস বলেন– আজ আমাদের সৌভাগ্যের দিন। বাংলা বলতে আমরা দুই বাংলাকেই বুঝি। সকলকেই ধন্যবাদ আমাদের দায়িত্ব দেবার জন্য। কাজটি দুরূহ ছিল। কিন্তু আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। পূর্বজরা লাঞ্ছিত হয়েছেন তথাপি তারা দীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। কাল আমাদের পরীক্ষা আপনারা আশীর্বাদ করবেন।

আনন্দলাল সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন– আমি একেবারেই অপ্রস্তুত। ইতিহাস বড় কঠিন। টিকিট বিক্রি ১৭৯৫ সালে লেবেদেভ শুরু করেন এবং মহিলা শিল্পীও মঞ্চে আনেন। আগে প্রসেনিয়াম থিয়েটার এবং শহুরে থিয়েটার দুইই ছিল। যাত্রাও তো আমাদের একধরনের অপেরা থিয়েটার। তবে পুরানো ঐতিহ্যকে অবশ্যই স্মরণ করবো।

অশোক মুখার্জী বললেন– সকলকে প্রণাম। আমরা সবাই আমাদের নীলদর্পণ দেখবো। স্বর্ণযুগ হয়তো আর আসবে না, কিন্তু আমরা যদি একটু ভিত্তি দিতে পারি তবে ফল আমরা না পাই পরবর্তী প্রজন্ম নিশ্চয়ই পাবে। এতেও নাটকের কল্যাণ হবে।

এরপর বাণিজ্যিক থিয়েটারের প্রথিতযশা শিল্পীদের কলাকুশলীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

সাবিত্রী চ্যাটার্জীকে সম্মাননা জানালেন বিভাস চক্রবর্তী। সাবিত্রীদি বললেন সত্যি আমি বক্তৃতা দিতে পারিনা। আমাদের দেশে গুণীজনদের যখন সম্মানিত করা হয় তখন তাদের বোধগম্য থাকে না। তবে সকলের সাথে দেখা হল, আমার আয়ু বেড়ে গেল। মাধবী মুখার্জীকে সম্মাননা জানালেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। কিছু উপহার পেলে কার না ভাল লাগে। আমি যখন বিদেশে যাই তখন ওখানে থিয়েটার দেখি। এখানে এখন সেই থিয়েটার নেই। ছোট করে নাটকের গান শোনা গেল, ভাল লাগলো। থিয়েটার অভিনয় শেখার জায়গা। শিল্পী তৈরির কারখানা। শিশির বাবুর কাছে অনেক কাজ শিখেছি। আগে শিল্পীদেরও অনেক ত্যাগ ছিল। দুরবস্থায় অনেক শিল্পীই পয়সা নিতেন না। আজ আপনারাও থিয়েটার দেখতে আসেন না। ঐ জায়গাটা আপনারা একটু ভেবে দেখুন।

লিলি চক্রবর্তীকে সম্মাননা দিলেন মামনুর রসিদ। লিলিদি বললেন, ভাবতেই পারিনি এভাবে আমাদের সম্মান জানানো হবে। আমি ভাল ভাল ডিরেক্টর পেয়েছি তাই ভাল ভাল চরিত্র করতে পেরেছি। রত্না ঘোষালকে সম্মান দিলেন অশোক মুখার্জী। রত্নাদি বললেন– সকলকে নমস্কার। মঞ্চে যারা আছেন তারা সকলেই আমার থেকে বড় শিল্পী। এদের সাথে আমি যে সম্মান পেলাম খুব ভাল লাগছে।

দুলাল লাহিড়ীকে সম্বর্ধনা দিলেন আনন্দলাল। বিশেষ কিছু বলার নেই। এখানে যারা আছে তারা খুব বড় মাপের অভিনেতা। আমাকে নিয়ে আসেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আমরা অনেক ভালবাসা পেয়েছি। বিহাইন্ড দি কার্টেন যারা ছিলেন তারা সকলেই নমস্য। বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়কে সম্মান জানালেন বিভাস চক্রবর্তী। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। জাতীয় পুরস্কার থেকে এই পুরস্কার অনেক মূল্যবান। কুশিক্ষার বাতাবরণে সিরিয়ালে যা হচ্ছে তা না দেখে নাটকে দেখতে আসুন। দেবরাজ রায়কে সম্মাননা জানালেন অরুণ মুখার্জী। দেবরাজ রায় বলেন, আজ এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হয়ে খুব ভাল লাগছে।

আলোশিল্পী ভানু বিশ্বাসকে সম্মান প্রদান করলেন মামনুর রসিদ। ভানুদা বললেন কিছু বলা আমাদের খুব সমস্যার ব্যাপার। আমরা তো কখনও কিছু বলি না। আজকের যারা উদ্যোক্তা তাদের অনুরোধ করবো পেশাদারী থিয়েটারকে আবার ফিরিয়ে আনুন। শব্দযন্ত্রী হিমাংশু পালকে সম্বর্ধনা দিলেন আনন্দলাল। দুটো কথা বলছি প্রথমে আমাকে প্রথম সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন মেঘনাদ। আর সিরিয়ালে গাঁজাখুরি দেখালেও বেশ কিছু মানুষ করে খাচ্ছে।

মঞ্চ শিল্পী সকলের প্রিয় অজিত রায়ক সম্বর্ধনা দিলেন অশোক মুখার্জী। অজিত বললো সকলকে আমার নমস্কার। আজও আমার অনেক কিছু শেখার বাকি। সারা জীবনটাই থিয়েটারের পদতলে থাকাটা আমার গর্বের। মেকাপ শিল্পী মহঃ আলিকে সম্মান জানালেন অরুণ মুখার্জী। আলি সংক্ষিপ্ত কথায় বললো যা পাবার তা তো পেয়েছি। কিন্তু উপরি পেলে ভালই লাগে। আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ এই প্রথম উপরি পেলাম।

এরপর শচিন সেন গুপ্ত রচিত সিরাজদৌল্লা নাটকের নাট্যাংশ পাঠ এবং অদ্রিজা দাশগুপ্ত পরিচালিত নৃত্যানুষ্ঠান। ৭ ডিসেম্বর অভিনীত হল নীলদর্পণ। উপসংহারে দু একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। প্রথমে বলি বাণিজ্যিক থিয়েটারের সাথে সাথে প্যারালাল থিয়েটারের সেতুবন্ধনটা বড়ই প্রয়োজন ছিল। নিভা আর্টস এর সমর মিত্র আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এই দুই ধারার নাটকের সেতু বন্ধনের। তিনি যেমন গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে আশুতোষ মঞ্চে রেগুলার বেসিসে অভিনয়ের পরীক্ষা করেছিলেন, তেমনি কমার্শিয়াল বা পেশাদারী থিয়েটারকে আবার ফিরয়ে আনতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছিলেন। যেমন বধূবরণ, মনমোহিনী, ছদ্মবেশী, দর্পণে শরৎশশী, দেবদাসী, বিন্দুর ছেলে, বিদ্রোহিনী, একি গোলমাল, হীরালাল পান্নালাল, জোয়ার ভাঁটা, ভালবাসা ভালবাসা, আশ্রয়, পাকে চক্রে, অন্তরাগ, লাগলে বলবেন, জননী, নহবত–এর রিমেক, গ্যালেলিও, আত্মকথা হোমাপাখি, চন্দ্রগুপ্ত এবং আরও কয়েকটি। কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি এই অনুষ্ঠানে সমর মিত্র ডাক পেলেন না। বিভাসদা কি করে তার প্রিয় সমরকে ভুলে গেলেন।

কবিতা

বেগুন
আবদুল হান্নান

রঙে গুণে বাহারে খেতে লাগে আহা – রে
নাম তার বেগুন
মচমচে ভাজা পেলে আগে খাবে সব ফেলে
নাই থাক গুণ।
সব লোকে খেতে চায় এ্যালার্জি আছে তায়
লাগে না যে খটকা
বাজারেতে দেখি রোজ বেশ নেয় আগে খোঁজ
বেগুন কি টাটকা !
কম দামে পায় যদি কিনে ফেলে বনিতাদি
সহজে ধরে না পচন
রকমারি তরকারী করা যায় হাঁড়ি হাঁড়ি
খুলে যায় খুশীর বাঁধন।
(সীতারামপুর, থানা– কুল্পী দঃ২৪ পরগণা)

ফিরবো না
দত্তা রায়

ফিরতে তো সবায়ের ইচ্ছা করে,
আবার কোন জন্ম নিয়ে।
কিন্তু আমার আর ফেরা হবেনা,
পৃথিবীর কোন রূপে–রসে–গন্ধে–মোহে
আমি আর ফিরবো না।

আমি মিলিয়ে যাব,
শূন্য থেকে মহাশূন্যের কোন এক বিন্দুতে।
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ আলিপুর, দঃ২৪ পরগণা)

খানাকুলের মাঠ
ভীমচন্দ্র ঘোষ

চোখের কোণায়, গোধূলি আলো
চিরশান্তির ঢেউ ভেতরে রুমঝুম শব্দে,
মিলন উৎসব আলপনায় আলপনায়
কোন এক ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে
পিছন ছুঁয়ে আছে ভোরের আলো।
খানাকুলের মাঠে মৃত্যুর আহ্বান।
নিজেকে মগ্ন থাকছো ভিন্ন গল্পে
স্পষ্ট দেখছি রাঙা চোখে বিপদের চিহ্ন।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

জীবন তরঙ্গ
বনমালী ঘোষ

জীবন মানে একফোঁটা জল – পদ্মপাতায় বৃষ্টি
সৃষ্টির মাঝে অমৃতধারা প্রকৃতির মহাকৃষ্টি
একফোঁটো জল কে অবহেলা করে সর্বদা ভাবি –
স্বার্থের দুয়ারে আঘাত হানছে মানবিকতার তাবি।
জীবন যখন অমৃতের সন্ধানে আনে ভগুরখানি
সংকটে জর্জরিত ব্যতিব্যস্ত চিন্তাবসানই দামী,
কূল ছেড়ে ভাবি মাঝনদীতে জীবনতরঙ্গে ভাসবো
অমৃতসুধা ছেড়ে স্বার্থসুধায় কেন কাঁদবো।
উদার আকাশ জানতে চায় কেন রয়েছো রুদ্ধঘরে –
মুক্ত বাতাস তোমায় ডাকছে এত বাইরে দ্বারে,
প্রকৃতির সন্তান তুমি প্রকৃতির কণ্ঠহার –
সৃষ্টির জগতে পদচারনা – তবুও ক্ষুদ্র নর,
সাগর সৈকতে ঢেউ গুনে ভাবি ক্ষুদ্রমনা
হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আনমনা,
কত আশা–ভরসায় চিরন্তন সততার বুকে
যেতে হবে বিশ্বজগত ছেড়ে অমৃতলোকে।
সৃষ্টির বুকে এসেছি – হয়েছি সৃষ্টিছাড়া
গুছিয়ে গাছিয়ে নাই বা পেলাম জীবনের ভাঙাগড়া।
(বাদলা, পূর্ব বর্ধমান)

উত্তর কোথায়
অশোকানন্দ

সংকার্ণ গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকা নয় –
শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম – সমাজ
সর্বত্র অবাধ বিচরণ চাই
সমাজের গ্লানি–মোচনই লক্ষ্য।
কিন্তু মধ্যযুগের অন্ধকার হতে
আলোকজ্জ্বল আধুনিক যুগ
কে আনবে? ভেক–নীতি তো সর্বনাশা।
যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল
জ্যোতিষ্ক পুরুষের আবির্ভাবে
ভয়ঙ্কর বর্বরতা নারকীয় যাতনার সুর
বদলে যেতে পারে বিবর্তনের
পথে বিবর্তিত চলন্ত মেঘের মতো।
নারীরা শুনতে পেত জীবনের মানে,
ভালো মা কোথায়? আদর্শের সংকট ভাবাচ্ছে।
নান্দনিক আলো যোগাতে কেন ব্যর্থ ?
(হালতু, কলকাতা–৭৮)

গণতন্ত্র
অরবিন্দ দাস

ভোট চাই ভোট বাঁধেও জোট
মানবেনা ওরা আর পরিবারতন্ত্র
সুশাসন ফিরতেই চাই গণতন্ত্র
তাই হল ঘোষিত যারা ছিল শোষিত
শিয়ালাদি হীন জীব হল দলবদ্ধ
একতার টেক্কায় বাজে ভোট বাদ্য
বাঘ সিংহ ত্রস্ত মিলে হল দোস্ত
প্রস্তাবে রাজী হবে ভোট হবে প্রহসন
ভোটে চাল ঘুরে যাবে ভাঙিবে নিয়ন্ত্রণ।
যা ছিলাম থাকব পদতলে রাখব
ছিলাম আগেই যা হবে প্রতিপাদ্য,
আমরা খাদক হব ওরা হবে খাদ্য।
(শীতলাতলা, দঃ২৪ পরগণা)

ভিখারীর গার্লফ্রেণ্ড
কৃষ্ণ পাল

ভিখারী বলে, বাবু আমায় দেবেন কুড়িটা টাকা
গার্লফ্রেণ্ডকে দেব আমি পকেট আমার ফাঁকা
এমন কথা শুনে বাবুর ওঠে পিলে চমকে
ভিখারীর গার্লফ্রেণ্ড ! বলেন খুব ধমকে
কি করব, ভিখারী বলে, বলব কথা কত –
গার্লফ্রেণ্ডই করেছে আমায় ভিখারীতে পরিণত !
(হালতু, কলকাতা – ৭৮)

তুমি বিচারক (লিমেরিক)
শশাঙ্ক শেখর মাইতি

শুভ কর্মে ভাগ্য ভালো, মন্দ কর্মে মন্দ
প্রীতিহীন জীবনে নষ্ট চলার ছন্দ
পাপ পুণ্যের তুমি বিচারক
এখানে স্বর্গ এখানে নরক
মন্দ কর্মে মানুষ পাপী, ঘৃণ্য, নিরানন্দ !
(জি–প্লট দঃ সুরেন্দ্রগঞ্জ, দাসপুর, দঃ২৪ পরগণা)

বন্ধু অর্ক
সুকান্ত সরকার

শহর থেকে আসছি আমি মাইল দশেক ছুটে
অর্ক তুমি দরজা খোলো আঁধার গেছে টুটে
আম বাগানে গাইবে শালিক নাচবে ফিঙের দল
শুনছি নাকি জমবে আসর পোষাক পরে চল।
নাচবে পাখী ভরবে আঁখি শালিক গানে মন
মজায় মজায় কাটবে সকাল থাকবো যতক্ষণ !
(সুখচর, কলকাতা–৭০০ ১১৫)

স্কুল
সায়ন মণ্ডল (৪র্থ শ্রেণী)

আমাদের স্কুলে শ্রেণী ছয়টা
স্কুল বড় ম্যাম্ মাত্র একটা
হেডস্যার স্কুলটাকে মেনটেন করে,
ময়লা পড়লে মাসী পরিস্কার করে।
প্রথম যেদিন স্কুলে গেলাম সঙ্গী, স্বজন
মনের মত বন্ধু বলো পাই ক জন !
আমার আগে পড়ত দিদি নাম তার টিংকি
আমার প্রিয় মেডাম হলো পিংকি
প্রতিদিন স্কুলে যাই, পড়াশোনায় দিন কাটাই
(সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

অরণ্যযাপন
তাজিমুর রহমান

মধ্যরেখা ঘিরে জন্ম নিল রাত্রিখচিত হিরন্ময় ধ্বনি !
একটা শূণ্যতা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
ফিরে গেল অলকানন্দার দিকে পরজন্ম চর্চায়,
আর অনেকটা পথ পার হয়ে এসে
থমকে রইল মঙ্গলগাথা।
আমি সন্ধ্যার বালক, নিবিড় উচ্চারণে লিখে রাখি স্বর !
এখন সমস্ত বৃষ্টিভেজা আকাশ
জলপটি হয়ে নেমে আসুক কাননে কাননে,
আর পাথরের উপর থেকে ধীরে ধীরে সরে যাক
বৈধ্যব্য
তাহলেই বালিকণার উপর থেকে ঝরে পড়া
সমুদ্রকথন
অকপট শিখে নিতে পারে
অরণ্যযাপন কিংবা নিরলস পরিভ্রমণ
(গড়িয়া, পোঃ পাঁচপোতা, কল – ১৫২)

তিড়িং বিড়িং
সুন্দর কুমার মণ্ডল

তিড়িং মিড়িং তুললো পিড়িং, সুদূর সোনা পুকুরে,
মাসীর বাড়ী পিসির বাড়ী পৌঁছাবো ঠিক দুপুরে।
তিড়িং মিড়িং কিড়িং কিড়িং সাইকেল চড়ে ছুটবো,
বর্ণমালা ছড়িয়ে দিয়ে পাড়ে পাড়ে খুঁটবো।
তিড়িং মিড়িং উঠলো সিলিং সোনা ব্যাঙের লাফ
ফুলকপিটা ফুল না হয়ে যদি হতো হাফ।
তিড়িং মিড়িং খেলায় হিড়িং বাচ্চার দল যত,
সুযোগ পেলেই করছে চুরি আচার ও আমসত্ব।
(শিকিপুর–নবগ্রাম, হাওড়া)

পরিবর্তন
হিমাংশু শেখর মাইতি

একদিন আমি পৌঁছে যাই ছোটবেলার গ্রামে,
পুরানো স্মৃতি হাতড়ে ফিরি খুঁজে পাই না কোনখানে
দেখতে পাইনা ধুলোয় ভরা মেঠোপথ, আটচালা
বিনিময়ে দেখি শুধু পাকা ঘর, রাস্তা পিচ ঢালা।
বিরস মুখে গুনছে প্রহর তাল খেজুরের সারি
ওদের সরিয়ে দখল নিচ্ছে ঝাউ আর সোনাঝুরি।
বাবলা বাঁশ হাবলি তেঁতুল ওদের দরকার নাই,
আসবাবপত্র করতে গেলে লোহা লক্কড়ই চাই।
(সাগর দ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

পারিনা
দীপ্তি বণিক

কত কি পারিনা দিতে – জানতো,
ডুবন্ত বিকেল দিতে পারিনা
সোজা বা আঁকা বাঁকা পথ দিতে পারিনা
এক সঙ্গে হেঁটে যাওয়া এক মুঠো রোদ
কাঁকর ভরা নদীর স্রোত,
সামনে পাথুরে টিবির পাশে একটা গাছ, বা দুটো
সজনেকে জড়িয়ে ধরেছে আমলকী
আমলকীকে গেঁথে নিয়েছে সজনে,
থমকে দাঁড়িয়েছি দুজনে,
দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য আলো
তাও দিতে পারিনা,
গাঢ় হয়ে আসা বাতাস, মাখামাখি বেল, জুঁই, কদমের গন্ধ
আঁধার জড়িয়ে থাকা বোধ বিছানা আর দুটো বিশ্বাসী হাত
দাও না বলে, তাও পারিনা দিতে – তোমার অপকর্ম।
(দীঘির পাড়, রায়দীঘি, দঃ২৪ পরগণা)

ম্যাজিক
মানবেন্দ্র চক্রবর্তী

ছ' দশকের পুরানো মঞ্চে আবার
নতুন করে জমে উঠেছে ম্যাজিক শোয়ের আসর
নূতনত্বের মাঝে অভিনবত্বের কলাকৌশল !
কত না মানুষ দেখেছে সে সব খেলা
গতানুগতিক পুরোনো পন্থাই ছিল তাদের পুঁজি –
সেই পুরোনো মঞ্চে আজ এক ম্যাজিশিয়ান
তার বলিষ্ঠ ডায়ালগ বতলে দিল মঞ্চের আবহাওয়া
যাদু লাঠির কেরামতিতে একের পর এক খেলায়
চোখ–ধাঁধানো অভিনবত্বের চমক .....
উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস দর্শকের চোখে যাদুলাঠি
কৌতূহলে রোমাঞ্চিত, হর্ষধ্বনি করতালিতে মুখর !
তাত্র প্রতিবাদে পুরোনে পন্থাধারীরা
চিৎকার চেঁচামেচিতে ভণ্ডুল করতে চাইলেও,
তুখোড় ম্যাজিশিয়ান বলিষ্ঠ কণ্ঠে
নির্ভুল ডায়ালগে থামতিহীন ....
যাদুদণ্ডের স্পর্শে অসম্ভবকে সম্ভাবনার শীর্ষে
একের পর এক খেলায় মূর্তিমান।
(মায়াপুর, বজবজ, দঃ২৪ পরগণা)

শরচন্দ্রের বাসভবনে রবিবাসরের অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : রবিবাসরের চলতি ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনটি উদযাপিত হল শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ২৪ নম্বর অশ্বিনী দত্ত রোড সহ বাসভবনে গত রবিবার ১১ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানটির অতিথি হয়ে এসেছিলেন সাহিত্যিক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ড. মীনাক্ষী সিংহ। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করলেন ড শঙ্কর ঘোষ। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী অল্প সময়ের জন্য থেকে তাঁর বক্তব্য রেখে গেলেন। পরে একে একে বিভিন্ন সভাসভ্যারা তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন। পারমিতা রায় গাইলেন মহাবিশ্বে মহাকালে গানটি। ড. পাপড়ি চট্টোপাধ্যায় দুটি কবিতা পাঠ করলেন। তার একটি শঙ্খ ঘোষের, অপরটি সুবোধ সরকারের। স্বরচিত কবিতা পাঠের পাশাপাশি মহাদেবী বর্মার হিন্দি কবিতার বাংলায় অনুবাদ করে শোনালেন দিব্যেন্দু রায়। বিপ্রদাস ভট্টাচার্য ভ্রমণে তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরলেন সবার কাছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে বললেন ঋজু রায়। ড. কুমকুম চট্টোপাধ্যায় শোনালেন রবীন্দ্রনাথের গান। ড. শঙ্কর ঘোষ বাংলা পেশাদারী মঞ্চের দেড়শ বছর নিয়ে এক মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখলেন। অনুষ্ঠানটির আহ্বায়িকা ড. স্বস্তি মণ্ডল ধন্যবাদ জানালেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের। ড. মীনাক্ষী সিংহ অপূর্ব চারটি কবিতা পাঠ করলেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করলেন ঋজু রায়। গানটি হল অধরা মাধুরী। রবিবাসরের সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলালেন।

শিক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সব পেয়েছির আসরের মূল কেন্দ্র নদিয়ার হাবিবপুরে ৬৩ তম বার্ষিক শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রত্যেকটি শাখা আসর থেকে সোনারকাঠি ভাইবোনেরা অংশগ্রহণ করবে এই শিবিরে। সর্বশ্রেষ্ঠ শিবির শিক্ষার্থীকে স্বপনবুড়ো চ্যালেঞ্জ শিল্ড ও টিউলিপ ঘোষ স্মৃতি আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। ২৮ ডিসেম্বর সত্যসেবী সমাবর্তন ও পুরস্কার বিতরণে সন্ধ্যার মজলিশ জমবে। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাতেও থাকতে নাচ, গান, আবৃত্তির অনুষ্ঠান। শিশু কিশোর কল্যাণ কর্মসূচির প্রচার, প্রসার ও সমৃদ্ধির এবং প্রশিক্ষিত সোনারকাঠি ও কর্মী তৈরির লক্ষ্যে এই শিবির। আন্তর্জাতিক মিলন সৌহার্দ সম্প্রীতি ও সংহতির শ্রীবৃদ্ধিতে সকল শাখা আসারই উপস্থিত থাকবে বলে জানান সাধারণ সম্পাদক ত্রিদীপ চক্রবর্তী ও শিবির সচিব প্রশান্ত চ্যাটার্জী।

অণু গল্প সমানাধিকার

শেফালী সরকার

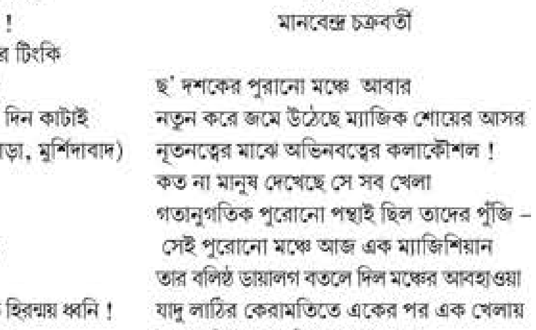

কদিন ধরে রমার দাঁতে খুব ব্যাথা। আজ অফিস ছুটি নিয়ে অপরেশের সাথে ডাক্তারের চেম্বারে দুজনেই। ডাক্তারবাবু নানাভাবে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে অবশেষে বললেন, এখন সাতদিনের ওষুধ দিচ্ছি, এরপর ব্যাথা কমলে দাঁত তুলে দেব। রমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, ইস্, তুলতে হবে ? ডাক্তার বললেন, তাহলে আপনি রুট–ক্যানাল করাতে পারেন। অপরেশের তেমন ইচ্ছে নয়। যাহোক অবশেষে কথা শেষে বেরিয়ে আসতে হবে, ডাক্তারের ফি দেবার কথা ভেবে রমা জিজ্ঞেস করল, আপনার ফি কত যেন? ডাক্তার বললেন, পাঁচশো টাকা। রমা অপরেশের দিকে তাকায়। অপরেশ তখন মোবাইলে কি দেখছে! কিছু না বলে রমা ফি দিয়ে দেয়। বাড়ী ফিরে রমা অপরেশকে বলল, আমি না তোমার বৌ?

–হুম্, ... তো ?

–তুমি দাঁতের ডাক্তারের ফি টা দিলে না ?

–ইস্ .. কেন ! চাকরী করছো, নারী পুরুষ সমানাধিকার, আর একটু ডাক্তারের একটা ফি, সেটাও আমাকেই দিতে হবে ! আমি তো ভাবছি, এরপর তোমাকে বলবো, তুমি আমি সমান ভাগ করে সংসার চালাবো, দুজনেই সমান টাকা দেবো।

–এ বাবা, তা হবে না ..

–কেন হবে না ...ওহ্ এই ব্যাপারে সমানাধিকার হয় না বুঝি ?

(ম্যুর এভিন্যু, কল–৪০)

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611

আর একটা বিশ্বকাপের সাক্ষী

শ্যামল কুমার সেন

দীর্ঘ অপেক্ষার পর আবার এক বিশ্বকাপ দেখার ভাগ্য আমার হল। আসলে খেলা আমার খুবই ভালো লাগে যে কোন খেলাই হোক না কেন। তবে বাঙালি হয়ে ফুটবলে মাতবো না এ কি করে হয়। বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই টিভির সামনে বসে পড়েছি, সব খেলাই প্রায় দেখেছি। রাতের খেলা গুলো খুব যে বাদ দিয়েছি তা মনে পড়ছে না। খেলার জগতে প্রবেশ করলে আমি মোটামুটি হারিয়ে যাই। 'সব খেলার সেরা বাঙালির ফুটবল' বাঙালির এই ফুটবলকে নিয়েই আবেগ। তবে এখনো স্বপ্ন দেখি ভারত এই বিশ্ব ফুটবলে একদিন অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে আর সেটা আমি চাক্ষুষ করব।

এবারের বিশ্ব ফুটবলে এশিয়ার দলগুলো যে নিজেদের জায়গা উপরের সারিতে করে নিচ্ছে তা সত্যি আনন্দের। জাপানের খেলা ভালোই লাগলো বেশ। নতুন নতুন দেশের মধ্যে ক্রোয়েশিয়া ও জায়গা করে নিচ্ছে। ব্রাজিলের ব্যর্থতা প্রমাণ করছে তাদের টক্কর দেওয়ার জন্য অন্যান্য দেশ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। রোববার সাড়ে আটটায় এবারের বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ফুটবল মহারন কাতারের মাটিতে হতে চলেছে, গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স বনাম আর্জেন্টিনা। তবে কার হাতে এবারের স্বর্ণ কাপটি যাবে তা বলা বেশ কঠিন তবে আর্জেন্টিনার জেতার সম্ভাবনা বেশি, মেসি তার ফর্ম বজায় রেখেছে। এখন দেখার শেষে কি হয়।

ছোটবেলা থেকেই খেলার মধ্যে দিয়েই বড় হয়েছি। ফুটবল আর মোহনবাগানের আবেগ নিয়ে। এমনকি গোষ্ঠ পালের ক্রিকেট খেলাও আমি দেখেছি। গোষ্ঠ পাল শুধু ফুটবল নয় ক্রিকেটেও ছিলেন পারদর্শী। আমার দাদু মনিলাল সেন ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে একজন। বলতে গেলে আমাদের বাড়ি থেকেই ক্লাবের সূচনা। এছাড়া আমার বাবা দীনবন্ধু সেন আই এফ এর সহ-সভাপতিত্ব করেছেন। আমি সেই ৮ বছর বয়স থেকে মাঠে গিয়ে খেলা দেখতাম। ইডেন গার্ডেনসে ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের সংরক্ষিত গ্যালারিতে বাচ্চাদের জন্য পেতে দেওয়া হতো ম্যাট সেই ম্যাটে বসেও বহু খেলা দেখেছি। আবছা মনে পড়ে উইলস অ্যালকাটেল খেলাও আমি এই মাঠে বসেই দেখেছিলাম। আমি নিজে পাড়ার মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবলে মেতে থাকতাম। এছাড়াও হাইকোর্ট ক্লাবের হয়ে বহুবার ক্রিকেট খেলেছি, ক্রিকেটে আমি বেশ পারদর্শী ছিলাম। তাই এখনো শত কাজের মাঝেও ফুটবল বা ক্রিকেট আমাকে চুম্বকের মতন আকর্ষণ করে।

তবে এক অন্য পেশায় আমি নিজেকে নিযুক্ত করলাম। কিন্তু ভাগ্যের কারণে ২০০৩ থেকে ২০০৫ অদ্ভুতভাবে আমাকে মোহনবাগান ক্লাব চালানোর দায়িত্ব দেয় হাইকোর্ট। স্পন্সরের লোগো ব্যবহার নিয়ে এক মামলা হয় হাইকোর্টে ওই মামলা চলাকালীন ফুটবলকে বাঁচানোর স্বার্থে আমাকে এবং জাস্টিস উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, পরবর্তীকালে উমেশ বাবু সুপ্রিম কোর্টে চলে যাওয়ায় দায়িত্ব দেওয়া হয় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় কে। তিন বছর ধরে অনেক বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে ক্লাবটাকে চালিয়েছি। অনেকেই চেষ্টা করেছেন পিছন থেকে টেনে ধরতে কিন্তু আবেগ ও ভালবাসার তাগিদে আমি ছেড়ে দিইনি চালিয়ে গিয়েছি। তিন বছর ধরে সবকটি লীগ খেলেছে মোহনবাগান এবং জিতেছে। একবার তো মাঠে প্লেয়ার এসেও খেলবে না অথচ তাকে পুরো টাকাই দেওয়া হয়েছে। আবার আমি মাঠে গিয়ে বুঝিয়ে খেলা শুরু করালাম এবং মোহনবাগান জিতল। আসলে পারিবারিক টান, কি করেই বা মোহনবাগানকে জলে ফেলে দিয়ে আসতে পারি।

তবে এখনকার ফুটবলের ভবিষ্যৎ যে খুবই করুন অবস্থায় চলে যাচ্ছে তা সত্যিই মনে কষ্ট দেয়। জেলার ছেলেরা আর খেলার সুযোগ পায় না। জেলায় জেলায় ফুটবল প্রশিক্ষণে যদি আরেকটু জোর দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু বাংলার ফুটবল বাঙালির ভালোবাসার খেলা আবার বাঙালি ময় হয়ে উঠবে। বিশ্বকাপের এই মরসুমে সকল ফুটবল প্রেমীরা মেতে উঠেছে ফুটবল নিয়ে আর যারা ফুটবলকে ভালোবেসে মাঠে ময়দানে খেলে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টায় রয়েছে তাদের জন্যও রইল আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ।

লেখক প্রাক্তন রাজ্যপাল ও প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি।

মেসির ইচ্ছাপূরণে কাঁটা এমবাপে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ ল্যাপের শেষ টক্করে মুখোমুখি সেই ফ্রান্স আর্জেন্টিনা। মেসি এমবাপের ডুয়াল দেখতে তৈরী হচ্ছে সারা বিশ্ব। সকলের জিজ্ঞাসা এবারে কি মেসি পারবে তাঁর দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে। আশাটা ক্রমশঃ জোরালো হচ্ছে কারণ সেমিফাইনালের পারফমান্স। প্রথমদিকে ক্রোয়েশিয়া খেললেও বাকিটা মেসি ম্যাজিকেই আটকে ছিল স্টেডিয়াম। পায়ের জাদুতে মাতিয়েছেন সারা মাঠ। এক একটা বল ধরে জ্যামিতিক আঁকিবুকি কেটে বার বার খুলে দিয়েছেন গোলের দরজা। এতদিন পর চ্যাম্পিয়নের মত দেখিয়েছে আর্জেন্টিনাকে। যদিও মেসিকে এতটা খেলার জায়গা দেওয়াটা ক্রোয়েশিয়া কোচের ঠিক হয়েছে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতেই থাকবে। তবে ক্রোয়েশিয়া অলআউট খেলায় মন মাতিয়েছে ফুটবল।

অন্যদিকে সারা মাঠ জুড়ে অসাধারণ পাসিংএ প্রথম ২৫ মিনিট ঝড় তুললেও ক্ষুরধার মস্তিষ্কে ঠান্ডা মাথায় ম্যাচ বার করে নিয়েছেন ফরাসি কোচ। এটা করতে হয়েছে কারণ এমবাপেকে কিছুতেই

ফাইনালের দুই নায়ক

খেলার জায়গা দিচ্ছিলো না মরক্কো। বার বার বুট খুলে গিয়েছে এমবাপের। পড়ে গিয়ে অনেকবার অভিনয়ও করতে হয়েছে। কিন্তু মরক্কো দমে যায়নি। এমনকি প্রথমদিকে দু একটি চান্স যদি পজিটিভ হত তাহলে খেলার ফল অন্যরকম ভাবে লেখা হত। একবার তো শেষ মুহূর্তে গোলকিপারের আঙুল ছুঁয়ে গোললাইন পার করেছে বল। এক্ষেত্রে ভাগ্যের সহায়তা পায়নি মরক্কো। যদি পেত তাহলে হয়ত অন্য ফ্রান্সকে দেখতাম আমরা। কিন্তু তা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ফানেল ডিফেন্সের মাঝখানে বার বার আটকা পড়েছে মরক্কো। যাই হোক ১৮ ডিসেম্বর মাঝরাতে ভারতবাসী দেখতে বসবে ফরাসি পাসিংএর সঙ্গে আর্জেন্টিনিয় স্কিলের লড়াই। মেসির মঙ্গলবারের ম্যাজিক দেখার পরেও ফ্রান্সকে এগিয়ে রাখছে তাদের টিমগেমের জন্য। ফ্রান্সের আর এক নায়ক গ্রিজম্যান। নির্লিপ্ত চাহনিতে বিরোধী দলের আক্রমনকে খুন করতে সিদ্ধহস্ত তিনি। সামনে বল সাপ্লাই থেকে রক্ষনভাগে সাপোর্ট সবটাই করেন স্বাভাবিক প্রতিভায়। এর সঙ্গে রয়েছে এমবাপের দুরন্ত দৌড়। তাই গ্রিজম্যানকে খেলতে দিলে আর এমবাপের দৌড় আটকাতে না পারলে এবারও হয়তো আটকে যেতে পারে মেসির ইচ্ছাপূরণ। এটাই শেষ বিশ্বকাপ মেসির। ফলে মেসির দিকে তাকিয়ে দক্ষতার সঙ্গে মিশেছে প্রবল উইলফোর্স। পারফরমেন্সের নিরিখে একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপে। কিন্তু এমবাপে একবার বিশ্বকাপের স্বাদ পেলেও মেসি এখনো সেই স্বাদে বঞ্চিত। দেখা যাক কার জন্য অপেক্ষা করে আছে গোল্ডেন বুট। দুদলই ইতিমধ্যে যার যার স্ট্রাটেজিতে শান দিতে শুরু করেছে। তবে তুল্যমূল্য বিচারে মনোস্তত্ত্বে যে দল এগিয়ে থাকবে তারাই বাজিমাত করবে। শেষ হাসি কে হাসবে তা জানার জন্য অপেক্ষা আর দুরাতের।

কালনায় মহিলা ফুটবল টিম গঠনে উদ্যোগী মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই মুহূর্তে ফুটবল জ্বরে কাঁপছে সমগ্র বিশ্ব।কাতারে আয়োজিত বিশ্বকাপ ফুটবলকে কেন্দ্র করে ক্রীড়ামোদীদের আবেগ মাত্রা ছাড়িয়েছে।এই সময়ে বাংলার আনাচকানাচে ফুটবল নিয়ে একটা যে উন্মাদনা থাকবেই সেটাই স্বাভাবিক। খেলোয়াড় থেকে কোচ, নেতা থেকে অভিনেতা, মন্ত্রী থেকে আমলা কার্যত সকলেই বিশ্বকাপ ফুটবলে গা ভাসিয়েছেন। এই আবহেই নিজেকে একটু ভিন্নরূপে মেলে ধরলেন ফুটবল প্রেমী তথা রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে

খেলোয়াড়দের তুলে এনে কালনায় একটি মহিলা ফুটবল টিম গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। যে মহিলা ফুটবল টিম অদূর ভবিষ্যতে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত টিমগুলির সঙ্গে টক্কর দিয়ে খেলবে বলে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। তাঁর মনের অলিন্দে সযত্নে লালিত সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কালনা মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই ফুটবল এবং কাবাডি খেলার একটা স্বাভাবিক পরিবেশ রয়েছে। বিশেষ করে আদিবাসী মহল্লাগুলির ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই ফুটবল এবং কবাডিকে কার্যত সঙ্গী করেই বড় হয়ে ওঠায় অভ্যস্ত। মাঠেঘাটে দিনভর গলদঘর্ম হয়ে কাজকর্ম করার পরেও ময়দানে গিয়ে খেলাধুলার চর্চা অনেকেরই রোজকার অভ্যাস। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভাধরই শুধু নন প্রতিশ্রুতিবানও হয়ে উঠেছেন। এখান থেকে একাধিক মহিলা ফুটবলের রাজ্য ও ন্যাশনাল টিমে সিলেকশনের জন্যও গিয়েছেন। পাশাপাশি এখানে অনেকেই আছেন যাঁরা বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন নামি ক্লাবের হয়ে নিয়মিত খেলেন। পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের কয়েকজন আছেন যাঁরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিভিন্ন জায়গায় 'খেপ' খেলতেও যান। ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলে দেওয়া সায়নী দাস, রামিশা দফাদার প্রমুখের হাত ধরে ক্রীড়াজগতে জ্বল জ্বল করছে কালনার নাম। তবে, এই কালনাতেই চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো সংগঠিত মহিলা ফুটবল টিমের যথেষ্টই অভাব রয়েছে। আর সেই অভাব পূরণে এবার সশরীরে ময়দানে নেমে পড়েছেন মন্ত্রী স্বয়ং। শুরুটা অবশ্য বেশ কিছুদিন আগেই হয়েছিল। তারপর উৎসাহের সঙ্গে সকলের সাথে পা মিলিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্বপন দেবনাথের নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্র পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটি কালনা মহকুমার অন্তর্ভূক্ত। কালনার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সারাটা বছর ফুটবল খেলার সুপরিবেশ বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন সংস্থা কিংবা সংগঠনের উদ্যোগে অসংখ্য টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।এই মহকুমার পূর্বস্থলী, কালনা, মন্তেশ্বর, নাদনঘাট থানার প্রত্যন্ত এলাকায় ফুটবল খেলার মান আরও উন্নত করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় সারাটা বছর খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলে। কলকাতা সহ অন্যান্য এলাকার প্রতিষ্ঠিত কোচের তত্ত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রত্যন্ত এলাকার খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার জন্য রহিম নবী, মেহতাব হোসেন প্রমুখ ভারত বিখ্যাত ফুটবলাররা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের অনুরোধে কালনার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিকবার এসেছেন। এবার মন্ত্রীর হাত ধরেই কালনা 'মহিলা ফুটবল একাদশ' ময়দান কাঁপানোর ওয়ার্মআপ শুরু করে দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালনা ১ নং ব্লকের আটঘরিয়া এলাকায় স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে মহিলা ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়েছে। যেখানে বেশিরভাগই আদিবাসী মেয়েরা ফুটবলে দক্ষ হয়ে ওঠার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ১১ ডিসেম্বর রবিবার সেই ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজকর্ম সরেজমিনে দেখার জন্য মন্ত্রী খেলোয়াড়দের মাঝে হাজির হয়েছিলেন। এদিন তিনি সকলের খেলা দেখলেন এবং দীর্ঘক্ষণ মত বিনিময় করলেন। তারপর একসঙ্গে বসে খিচুড়ি খেয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুললেন। এদিন মন্ত্রী সকলের সামনে বলেন, আমার একটা স্বপ্ন কালনা মহিলা ফুটবল একাদশ টিম কলকাতায় খেলবে। প্রয়োজনে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একটা প্রদর্শনী ম্যাচে আমাদের টিমের খেলা। সকলকে দেখাব আমরাও পারি।

জানা-অজানা সফরে

ইতিহাসের কান্নায় ব্যথিত বিপন্ন ‘ ইন্দ্রাণী’

দেবাশিস রায়

'ইতিহাস কথা বলে'-এটাই দস্তুর। কিন্তু, বাংলার গৌরবময় ইতিহাস এখন দুর্দশায় চোখের জল ফেলছে। সেই কান্না টলাতে পারছে না আধুনিক সমাজব্যবস্থার রূপকারদের পাষাণ হৃদয়কে। পরিণামে একটু একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছে একদা গৌরবময় সভ্যতার অসংখ্য নিদর্শন। অযত্ন আর চূড়ান্ত অবহেলায় ইঁট-কাঠ-পাথরের কাঠামোগুলি যেন এখন কথা বলার শক্তিটুকুও হারাতে বসেছে। এমনই বিপন্ন অবস্থায় কাটাচ্ছে 'ইন্দ্রাণী'। এই বাংলার একসময় গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়েছিল 'ইন্দ্রাণী' নগরীকে ঘিরে। দক্ষিণবঙ্গে ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে একদা 'ইন্দ্রাণী পরগণা' সৃষ্টি হয়েছিল। সুপ্রাচীন সেই অঞ্চলের অধীনস্ত এক বর্ধিষ্ণু জনপদ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল 'ইন্দ্রাণী' নগরী। যুগ যুগ ধরে নয়নাভিরাম অনন্য স্থাপত্যকীর্তি গড়ে উঠেছিল এই নগরীর বিস্তীর্ণ এলাকায়। বিভিন্ন শৈলীর অসংখ্য মন্দির, প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ 'ইন্দ্রাণী'র বিত্তবান নাগরিক সমাজকে সভ্যতার উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পাশাপাশি ধর্মীয় উপাসনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাষআবাদ, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'ইন্দ্রাণী' বাংলার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শরিক হয়েছিল। নবাবী আমলেও এই নগরবাসীর প্রভাব কম ছিল না।

সেদিনের ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাসাদ আজ ভগ্ন ইতিহাস

সেই গৌরবময় 'ইন্দ্রাণী'র ইতিহাস বর্তমানে কার্যত বিপন্ন। সুপ্রাচীন এই জনপদের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সৃষ্ট স্থাপত্যকীর্তিগুলির বেশিরভাগই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ইতিউতি অবশিষ্ট যা আছে সেগুলোও চূড়ান্ত অবহেলায় চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার জন্য প্রহর গুনছে। হয়তো এভাবেই একসময় শেষ হয়ে যাবে অবিভক্ত বঙ্গদেশের গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায়ের ইতিকথা। হয়তো আর কিছুদিনের অপেক্ষা। তারপর শুধুমাত্র গল্পের মধ্যেই খুঁজতে হবে বিপন্ন ব্যথিত 'ইন্দ্রাণী'র ইতিহাসকে। বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত শহর দাঁইহাট ও তৎসন্নিহিত বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে একসময় 'ইন্দ্রাণী' জনপদের সৃষ্টি হয়েছিল। দিল্লির বাহাদুরশাহ আকবর এবং সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালেও 'ইন্দ্রাণী পরগণা'র নাম ছিল বলে জানা গিয়েছে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও 'ইন্দ্রাণী'র উল্লেখ রয়েছে। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে এই 'ইন্দ্রাণী পরগণা'র উল্লেখ করেছিলেন। ইতিহাসবিদ তথা গবেষকরা মনে করেন এই 'ইন্দ্রাণী' ছিল একটি সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যকেন্দ্র। নদীপথে নানাবিধ পণ্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার বিপুল আর্থিক কাজকর্ম দেখার জন্য 'দেওয়ান' তথা খাজাঞ্চি পদে অসংখ্য কর্মীর প্রয়োজন হত এবং একসময় এলাকাটি দেওয়ানহাট নামেও পরিচিতি লাভ করে। ধীরে ধীরে সেই দেওয়ানহাট থেকেই নাকি 'দাঁইহাট' নামটির উৎপত্তি হয়েছিল। তবে, দাঁইহাটে বর্তমানে দেওয়ানহাট না থাকলেও দেওয়ানগঞ্জ নামে একটি এলাকা এবং আমদানি রোড নামে একটি রাস্তা এখনও বিদ্যমান। যদিও প্রাচীন শহর দাঁইহাটের নামকরণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। পাশাপাশি এই জনপদের সঙ্গে পৌরাণিক আখ্যানও জুড়ে রয়েছে বলে অনেকেরই অভিমত।

বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচাঁদের সমাধি গঙ্গাবাস

এখানেই নাকি ভাগীরথী নদী তীরে বিশালাকার ইন্দ্রেশ্বর মন্দির(ইন্দ্রেশ্বর নাম থেকেও ইন্দ্রাণী নগরীর নাম বলে অনেকেই দাবি করেন) সহ স্নানঘাট ছিল। তবে, এলাকায় বহুল চর্চিত একটি কথা আছে- বারো ঘাট, তেরো হাট, যে বলতে পারে তার বাড়ি 'দাঁইহাট'। বিভিন্ন নামের সেই সব 'ঘাট' ও 'হাট' অনেকাংশে আজও ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। অবিভক্ত বঙ্গদেশের গৌরবময় অধ্যায় রচনায় 'ইন্দ্রাণী'র যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাতে গবেষকরা কার্যত একমত। ভাগীরথী নদী তীরবর্তী সুবিশাল এই গঞ্জ তৎকালীন হিন্দু রাজাদের কাছে পূণ্যভূমিরূপে পরিগনিত হত। বিশেষ করে বর্ধমানের মহারাজদের আমলে তাঁদের দাক্ষিণ্য ও বদান্যতায় 'ইন্দ্রাণী' এলাকায় টেরাকোটার কারুকার্যমণ্ডিত অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির তৈরি হয়েছিল।

বঙ্গদেশে তখন নবাবী শাসনব্যবস্থা। বর্ধমানের রাজাদের উদ্যোগে দাঁইহাটে ভাগীরথী নদীর তীরে প্রাসাদোপম গঙ্গাবাস তৈরি হয়েছিল। সেই গঙ্গাবাসের পাশেই সমাজবাড়িতে একটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে যেখানে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায়ের অস্থি সমাধিস্থ করা হয়েছে। ১৭৪২ সালে মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিত বর্গি সেনাদের নিয়ে বর্ধমান আক্রমণ করে। সেই হামলা থেকে রেহাই পায়নি দাঁইহাটের এই গঙ্গাবাসও। এই দাঁইহাট একদা কাঁসা-পিতল শিল্পে প্রভূত উন্নতি করেছিল। বর্তমানে বাসনপত্রের কয়েকটি দোকান ছাড়া দাঁইহাট শহরে কাঁসা-পিতল শিল্পের চিহ্নমাত্র নেই। এই শিল্পের সমস্তটাই রমরমিয়ে চলছে দাঁইহাট শহরের কোল ঘেঁষে বয়ে চলা ভাগীরথী নদীর অপর তীরে নদিয়া জেলার মাটিয়ারী এলাকায়। হাওড়া-কাটোয়া ব্রডগেজ রেলপথে দাঁইহাট স্টেশন সন্নিহিত বিস্তীর্ণ এলাকাটি কার্যত শিল্পবিহীন। এলাকার বর্ণময় ইতিহাসও আজ চরম অস্তিত্বসংকটে ভুগছে। অযত্নে আর অবহেলায় একাধিক মন্দিরের টেরাকোটার বহুমূল্য কারুকার্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কারুকার্যমণ্ডিত গঙ্গাবাসের দেওয়াল প্রতিনিয়ত ভেঙে পড়ছে, সমাজবাড়ির স্মৃতিসৌধের চারিদিক লোহার গ্রিল আটকে কার্যত এলাকাবাসীর দখলে।

স্থানীয় ইতিহাসের এমনতর দুর্দশার ইতিবৃত্ত অজানা নয় দেড় শতাধিক পুরনো দাঁইহাট পুরসভার পরিচালকমণ্ডলীর। এদিকে সেই ইতিহাসের দুর্দশাগ্রস্ত রূপটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিলেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার প্রধান কর্মকর্তা তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব গুহ। গত ২৮ নভেম্বর সোমবার তিনি দাঁইহাট সহ পার্শ্ববর্তী একাধিক এলাকার স্থাপত্যকীর্তি সহ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির হালহকিকত ঘুরে দেখার পর কার্যত একরাশ হতাশা নিয়ে সন্ধ্যায় কলকাতা ফিরে গেলেন। দাঁইহাট পুরসভার ভাইসচেয়ারম্যান অজিত বন্দোপাধ্যায়কে এলাকার ঐতিহাসিক একাধিক নিদর্শনের বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে তুলে ধরলে তিনি সেগুলির বেহাল পরিস্থিতির কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, দাঁইহাট শহরের অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন সংস্কারের অভাবে নষ্ট হতে বসেছে। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির যথা শীঘ্র সংস্কারের দাবিতে পুরসভার পক্ষ থেকে একাধিকবার সরকারকে জানানো হয়েছে। কিছু কিছু কাজও হয়েছিল তবে, তা যথেষ্ট নয়। আমি এই নিদর্শনগুলি ফের সরেজমিনে দেখার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব।

সমাধি মন্দিরের ফলক

কীভাবে যাবেন

হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে কাটোয়া লাইনে কাটোয়া আগের স্টেশন দাঁইহাট। স্টেশনে নেমে টোটো বা প্যাডেল রিক্সায় যেতে হবে সমাজবাটি। গাড়িতে গেলে দিল্লি রোড হয়ে মেমারি দিয়ে ডানদিকে মন্তেশ্বর-কাটোয়া রোডে পড়বে দাঁইহাট। পুরনো শহরে দাঁইহাটে খাওয়া থাকার জন্য হয়েছে অনেক হোটেল। সারাদিন কাটিয়ে ফিরেও আসতে পারেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com